নবম অধ্যায়

জাতক

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক			3A পেলে অর্জিত হবে
ছক-১	ছক-২	ছক-৩	A+
বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো			

■ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু

বোধিসত্ত্ব একজন্মে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল জনসন্ধ। বড় হয়ে তিনি শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের কয়েক বছর পর তাঁর পিতার মৃত্যু হলে প্রজারা তাকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এতে প্রজারা খুশি ছিল। রাজ্যে চুরি ডাকাতি, ঝগড়া বিবাদ সব বন্ধ হয়ে যায়। জনসন্ধ নিজে পঞ্চশীল এবং উপোসথ পালন করতেন। তিনি যথাধর্ম রাজশাসন মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিলেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে, নগরবাসীকে উদ্দেশ করে তার 'দশরাজধর্ম' বা দশবিধ কর্তব্যের উপদেশ দিতেন। রাজার উপদেশ শুনে জনগণ ধর্ম ও ন্যায়ের সাথে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।

রাজা জনসন্ধের 'দশরাজধর্ম' দেশনা

AUDIO BOOK শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'জাতক' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

■ অধ্যায়টির শিখনফল

TUTOR এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★★	১. বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. সি. বো., য. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৮; ২০১৭; ২০১৫।	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
★★	২. বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো., সি. বো.; য. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৮; ২০১৭; ২০১৫।	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

অ্যানালাইসিস

- **পাঠ বিশ্লেষণ** | পৃষ্ঠা ২৪৪
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ২৪৪
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ২৪৪
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ২৪৬

অ্যাপ্লিকেশন

- **সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৪৭
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন
- **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৫২
- **জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৫৪
- **সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২৫৬
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- **প্রশ্নব্যাংক** | পৃষ্ঠা ২৬৫
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২৬৫
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২৬৬
- **অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট** | পৃষ্ঠা ২৬৭
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২৬৭
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২৬৮

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	৪	-	১	-	১	২	২	২	-	৩	১৫
২	৪	-	১	-	১	২	২	১	-	৩	১৪

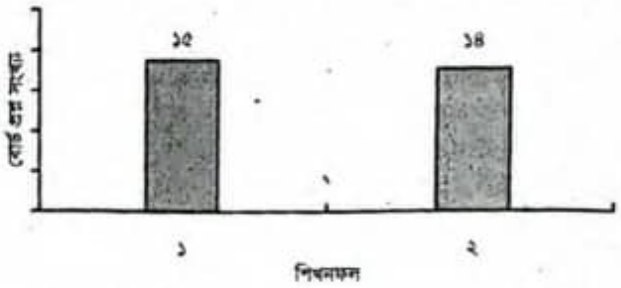

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ১ ও ২

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

জাতক

'জাতক' শব্দের অর্থ হলো যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ জাতক নামে অভিহিত। বুদ্ধ হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বোধিসত্ত্বের সাধনা করতে হয়েছিল। জন্ম-জন্মান্তরের জীবনপ্রবাহে কর্মফলের কারণে তিনি রাজা, মন্ত্রী, দেবতা, বণিক, চণ্ডাল, পশু-পাখি প্রভৃতি নানা কুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিসত্ত্ব জীবনচর্চা করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা-এই দশবিধ পারমিতা চর্চা করে তিনি চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। অতঃপর শেষজন্মে পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং সম্যক সম্বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। জাতকের কাহিনিগুলোতে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। জাতকের আখ্যানগুলোতে দেখা যায়, তিনি কোথাও ঘটনার প্রধান চরিত্র, কখনো তিনি ঘটনার পর্যবেক্ষক, আবার কোথাও তাঁর ভূমিকা গৌণ। জাতককে বিশ্ব-সাহিত্যের ও প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়।

কুইজ-১

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে— তাকে এক কথায় কী বলে?
প্রশ্ন-২. বুদ্ধ হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল কোথায় জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল?
প্রশ্ন-৩. সিদ্ধার্থ গৌতম বহু কল্পকাল বহুবার জন্মগ্রহণ করে কী লাভের জন্য সাধনা করেছিলেন?
প্রশ্ন-৪. জাতকের কাহিনিগুলোতে গৌতম বুদ্ধের কোন জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।
প্রশ্ন-৫. নানা কুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিসত্ত্ব কী করেছিলেন?
প্রশ্ন-৬. বোধিসত্ত্ব কী চর্চা করে চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন?
প্রশ্ন-৭. বোধিসত্ত্ব শেষ জন্মে কী হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেন?
প্রশ্ন-৮. জাতককে কীসের অনন্য উৎস বলা হয়?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

শুক জাতক

শুক পাখিরূপে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বারানসির ব্রহ্মদত্ত রাজার সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। দলপতি শুক ও তার স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান ছিল। মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুক সন্তান খাবারের খোঁজে যেত। শুক সন্তান একদিন বাবা মায়ের জন্য আম নিয়ে এলে বোধিসত্ত্ব শুক তা খেয়ে বুঝতে পারলেন এই আমগুলো সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা অত দূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের আর যেসব শুক ওই দ্বীপে যায় তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি কোনোদিন আর ঐ দ্বীপে যেও না। কিন্তু শুক সন্তান মা বাবার উপদেশ না শুনে লোভে পড়ে সমুদ্রবেষ্টিত সবুজ দ্বীপের আমবনে আমের রস খেতে যেত। মা-বাবার উপদেশ অমান্য করে শুক সন্তান এত বেশি আম খেল যে তার শরীর ভারী হয়ে গেল। বুড়ো মা-বাবাকে খাওয়ানোর জন্য সে ঠোঁটে করে একটি পাকা আম নিয়ে উড়তে আরম্ভ করলো। দীর্ঘ পথ চলায় সে ক্লান্তিবোধ করছিল। তার দু'চোখে ঘুম ঘুম ভাব। হঠাৎ আমটি সমুদ্রে পড়ে গেল। ক্লান্তি আর ঘুমে চেনা পথ হারিয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত শুক সন্তান এক সময় গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। সমুদ্রের বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. দলপতি শুক ও তাঁর স্ত্রীর কয়টি পুত্র সন্তান ছিল?
প্রশ্ন-২. মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুক সন্তান কীসের খোঁজে যেত?
প্রশ্ন-৩. শুক সন্তান একদিন বাবা মায়ের জন্য কী নিয়ে এলো?

প্রশ্ন-৪. শুক সন্তানের আনা আমগুলো ছিল কোন দ্বীপের?
প্রশ্ন-৫. সমুদ্রবেষ্টিত ঐ দ্বীপে যারা যায় তাদের কী পরিণতি হয়?
প্রশ্ন-৬. অতিরিক্ত আম খাওয়ায় শুক সন্তানের শরীর কী হয়ে গেল?
প্রশ্ন-৭. দীর্ঘ পথ চলায় শুক সন্তান কী বোধ করছিল?
প্রশ্ন-৮. কে শুক সন্তানকে গিলে ফেলল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

সেরিবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তার নাম ছিল সেরিবান। একবার তিনি সেরিবাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বুড়ি ঠাকুরমা একটি সোনার থালার বদলে তার নাতনির জন্য গয়না চাইলে সেরিবা বলে থালার দাম সিকি পয়সা দিলেও ঠকা হবে। সেরিবা ছিল লোভী। সে সোনার থালা বুড়ি ঠাকুমাকে ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিল। তাই সে থালার দাম সিকি পয়সাও বলেনি। কিন্তু সেরিবান সেটার দাম লক্ষ টাকা বলে। তার কাছে অত টাকা না থাকায় সে থালাটা নিতে অস্বীকার করে। পরে বুড়ি ঠাকুরমা বলে, এটার বদলে আপনার যা ইচ্ছে দিন। তখন সেরিবান নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আটটি টাকা রেখে বাকিটা বুড়িকে দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি থালা নিয়ে নদী পার হয়ে চলে এলেন। লক্ষ টাকার সোনার থালার শোকে হতাশা ও রাগে সেরিবার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্ত বমি করে সে মারা গেল।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব রাজ্যে কী হয়ে জন্মেছিলেন?
প্রশ্ন-২. সেরিব রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী বোধিসত্ত্বের কী নাম হয়েছিল?
প্রশ্ন-৩. একবার সেরিবান অন্য ফেরিওয়ালা সেরিবকে নিয়ে কোন নগরে গিয়েছিলেন?
প্রশ্ন-৪. সেরিবা কী প্রকৃতির লোক ছিল?
প্রশ্ন-৫. সেরিবা সোনার থালা কীভাবে নিতে চেয়েছিল?
প্রশ্ন-৬. সেরিবান সোনার থালার দাম কত বলে?
প্রশ্ন-৭. সেরিবান সোনার থালাটির জন্য নগদ কয় টাকা দিল?
প্রশ্ন-৮. লোভী সেরিবা কেন রক্তবমি করেছিল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

জনসন্ধ জাতক

বোধিসত্ত্ব একজন্মে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম ছিল জনসন্ধ। বড় হয়ে জনসন্ধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। তিনি সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতাও লাভ করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের কয়েক বছর পর তার পিতার মৃত্যু হলে প্রজারা তাকে রাজা নির্বাচন করেন। রাজা জনসন্ধ নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রসাদের নিকট ছয়টি দানশালা স্থাপন করেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এতে প্রজারা খুশি ছিল। রাজ্যে চুরি ডাকাতি, ঝগড়া বিবাদ সব বন্ধ হয়ে যায়।

জনসন্ধ নিজে পঞ্চশীল এবং উপোসথ পালন করতেন। তিনি যথাধর্ম রাজশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে তার 'দশরাজধর্ম' বা দশবিধ কর্তব্যের উপদেশ দিতেন। রাজার উপদেশ শুনে জনগণ ধর্ম ও ন্যায়ের সাথে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার কোন রানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-২. জনসন্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোথায় গমন করেন?
প্রশ্ন-৩. বড় হয়ে জনসন্ধ কোন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন?
প্রশ্ন-৪. রাজা ব্রহ্মদত্ত জনসন্ধকে কোন পদে অভিষিক্ত করেন?
প্রশ্ন-৫. রাজা জনসন্ধ নগরের বিভিন্ন স্থানে কয়টি দানশালা স্থাপন করেন?
প্রশ্ন-৬. রাজা জনসন্ধ প্রতিদিন কয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন?
প্রশ্ন-৭. রাজা জনসন্ধ কোন কাজে মনোযোগী ছিলেন?
প্রশ্ন-৮. রাজা জনসন্ধের জনগণকে দেওয়া উপদেশাবলি পরবর্তীকালে কী নামে পরিচিতি লাভ করে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি হিমালয়ে চলে যান এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একবার রাজার অনুরোধে তিনি বারানসিতেই থেকে যান। বোধিসত্ত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে তার পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিয়ে তাদেরকে হিমালয়ে চলে যেতে বলেন। জ্যেষ্ঠ শিষ্য অন্য শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকার পরে গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করার জন্য বারানসিতে যান। সেখানে গিয়ে গুরুদেবকে বন্দনা করে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন। ঠিক এ সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। নবাগত তপস্বীর এমন আচরণ দেখে রাজা রেগে গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন রাজ্যসুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এ রকম করেছেন।

কুইজ-৫

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কোন কালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন?
প্রশ্ন-২. বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে গিয়ে কী গ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-৩. রাজার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব কোথায় থেকে যান?
প্রশ্ন-৪. বোধিসত্ত্ব কাকে পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিয়ে হিমালয়ে পাঠান?
প্রশ্ন-৫. জ্যেষ্ঠ শিষ্য কেন বারানসিতে ফিরে আসেন?
প্রশ্ন-৬. গুরুদেবকে বন্দনা করার পরে জ্যেষ্ঠ শিষ্য কী করলেন?
প্রশ্ন-৭. কাকে দেখেও তপস্বী বিছানা ছেড়ে উঠলেন না?
প্রশ্ন-৮. তপস্বী আগে কী ছিলেন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

প্রশ্ন-৪. শুক সন্তানের আনা আমগুলো ছিল কোন দ্বীপের?
প্রশ্ন-৫. সমুদ্রবেষ্টিত ঐ দ্বীপে যারা যায় তাদের কী পরিণতি হয়?
প্রশ্ন-৬. অতিরিক্ত আম খাওয়ায় শুক সন্তানের শরীর কী হয়ে গেল?
প্রশ্ন-৭. দীর্ঘ পথ চলায় শুক সন্তান কী বোধ করছিল?
প্রশ্ন-৮. কে শুক সন্তানকে গিলে ফেলল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

সেরিবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তার নাম ছিল সেরিবান। একবার তিনি সেরিবাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বুড়ি ঠাকুরমা একটি সোনার থালার বদলে তার নাতনির জন্য গয়না চাইলে সেরিবা বলে থালার দাম সিকি পয়সা দিলেও ঠকা হবে। সেরিবা ছিল লোভী। সে সোনার থালা বুড়ি ঠাকুমাকে ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিল। তাই সে থালার দাম সিকি পয়সাও বলেনি। কিন্তু সেরিবান সেটার দাম লক্ষ টাকা বলে। তার কাছে অত টাকা না থাকায় সে থালাটা নিতে অস্বীকার করে। পরে বুড়ি ঠাকুরমা বলে, এটার বদলে আপনার যা ইচ্ছে দিন। তখন সেরিবান নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আটটি টাকা রেখে বাকিটা বুড়িকে দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি থালা নিয়ে নদী পার হয়ে চলে এলেন। লক্ষ টাকার সোনার থালার শোকে হতাশা ও রাগে সেরিবার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্ত বমি করে সে মারা গেল।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব রাজ্যে কী হয়ে জন্মেছিলেন?
প্রশ্ন-২. সেরিব রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী বোধিসত্ত্বের কী নাম হয়েছিল?
প্রশ্ন-৩. একবার সেরিবান অন্য ফেরিওয়ালা সেরিবকে নিয়ে কোন নগরে গিয়েছিলেন?
প্রশ্ন-৪. সেরিবা কী প্রকৃতির লোক ছিল?
প্রশ্ন-৫. সেরিবা সোনার থালা কীভাবে নিতে চেয়েছিল?
প্রশ্ন-৬. সেরিবান সোনার থালার দাম কত বলে?
প্রশ্ন-৭. সেরিবান সোনার থালাটির জন্য নগদ কয় টাকা দিল?
প্রশ্ন-৮. লোভী সেরিবা কেন রক্তবমি করেছিল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

জনসন্ধ জাতক

বোধিসত্ত্ব একজন্মে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম ছিল জনসন্ধ। বড় হয়ে জনসন্ধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। তিনি সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতাও লাভ করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের কয়েক বছর পর তার পিতার মৃত্যু হলে প্রজারা তাকে রাজা নির্বাচন করেন। রাজা জনসন্ধ নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রসাদের নিকট ছয়টি দানশালা স্থাপন করেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এতে প্রজারা খুশি ছিল। রাজ্যে চুরি ডাকাতি, ঝগড়া বিবাদ সব বন্ধ হয়ে যায়।

জনসন্ধ নিজে পঞ্চশীল এবং উপোসথ পালন করতেন। তিনি যথাধর্ম রাজশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে তার 'দশরাজধর্ম' বা দশবিধ কর্তব্যের উপদেশ দিতেন। রাজার উপদেশ শুনে জনগণ ধর্ম ও ন্যায়ের সাথে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার কোন রানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-২. জনসন্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোথায় গমন করেন?
প্রশ্ন-৩. বড় হয়ে জনসন্ধ কোন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন?
প্রশ্ন-৪. রাজা ব্রহ্মদত্ত জনসন্ধকে কোন পদে অভিষিক্ত করেন?
প্রশ্ন-৫. রাজা জনসন্ধ নগরের বিভিন্ন স্থানে কয়টি দানশালা স্থাপন করেন?
প্রশ্ন-৬. রাজা জনসন্ধ প্রতিদিন কয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন?
প্রশ্ন-৭. রাজা জনসন্ধ কোন কাজে মনোযোগী ছিলেন?
প্রশ্ন-৮. রাজা জনসন্ধের জনগণকে দেওয়া উপদেশাবলি পরবর্তীকালে কী নামে পরিচিতি লাভ করে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারানসিরাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি হিমালয়ে চলে যান এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একবার রাজার অনুরোধে তিনি বারানসিতেই থেকে যান। বোধিসত্ত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে তার পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিয়ে তাদেরকে হিমালয়ে চলে যেতে বলেন। জ্যেষ্ঠ শিষ্য অন্য শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকার পরে গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করার জন্য বারানসিতে যান। সেখানে গিয়ে গুরুদেবকে বন্দনা করে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন। ঠিক এ সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। নবাগত তপস্বীর এমন আচরণ দেখে রাজা রেগে গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন রাজ্যসুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এ রকম করেছেন।

কুইজ-৫

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কোন কালে বারানসিরাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন?
প্রশ্ন-২. বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে গিয়ে কী গ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-৩. রাজার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব কোথায় থেকে যান?
প্রশ্ন-৪. বোধিসত্ত্ব কাকে পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিয়ে হিমালয়ে পাঠান?
প্রশ্ন-৫. জ্যেষ্ঠ শিষ্য কেন বারানসিতে ফিরে আসেন?
প্রশ্ন-৬. গুরুদেবকে বন্দনা করার পরে জ্যেষ্ঠ শিষ্য কী করলেন?
প্রশ্ন-৭. কাকে দেখেও তপস্বী বিছানা ছেড়ে উঠলেন না?
প্রশ্ন-৮. তপস্বী আগে কী ছিলেন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

প্রশ্ন-৪. শুক সন্তানের আনা আমগুলো ছিল কোন দ্বীপের?
প্রশ্ন-৫. সমুদ্রবেষ্টিত ঐ দ্বীপে যারা যায় তাদের কী পরিণতি হয়?
প্রশ্ন-৬. অতিরিক্ত আম খাওয়ায় শুক সন্তানের শরীর কী হয়ে গেল?
প্রশ্ন-৭. দীর্ঘ পথ চলায় শুক সন্তান কী বোধ করছিল?
প্রশ্ন-৮. কে শুক সন্তানকে গিলে ফেলল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

সেরিবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তার নাম ছিল সেরিবান। একবার তিনি সেরিবাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক বুড়ি ঠাকুরমা একটি সোনার থালার বদলে তার নাতনির জন্য গয়না চাইলে সেরিবা বলে থালার দাম সিকি পয়সা দিলেও ঠকা হবে। সেরিবা ছিল লোভী। সে সোনার থালা বুড়ি ঠাকুমাকে ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিল। তাই সে থালার দাম সিকি পয়সাও বলেনি। কিন্তু সেরিবান সেটার দাম লক্ষ টাকা বলে। তার কাছে অত টাকা না থাকায় সে থালাটা নিতে অস্বীকার করে। পরে বুড়ি ঠাকুরমা বলে, এটার বদলে আপনার যা ইচ্ছে দিন। তখন সেরিবান নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আটটি টাকা রেখে বাকিটা বুড়িকে দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি থালা নিয়ে নদী পার হয়ে চলে এলেন। লক্ষ টাকার সোনার থালার শোকে হতাশা ও রাগে সেরিবার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্ত বমি করে সে মারা গেল।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব রাজ্যে কী হয়ে জন্মেছিলেন?
প্রশ্ন-২. সেরিব রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী বোধিসত্ত্বের কী নাম হয়েছিল?
প্রশ্ন-৩. একবার সেরিবান অন্য ফেরিওয়ালা সেরিবকে নিয়ে কোন নগরে গিয়েছিলেন?
প্রশ্ন-৪. সেরিবা কী প্রকৃতির লোক ছিল?
প্রশ্ন-৫. সেরিবা সোনার থালা কীভাবে নিতে চেয়েছিল?
প্রশ্ন-৬. সেরিবান সোনার থালার দাম কত বলে?
প্রশ্ন-৭. সেরিবান সোনার থালাটির জন্য নগদ কয় টাকা দিল?
প্রশ্ন-৮. লোভী সেরিবা কেন রক্তবমি করেছিল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

জনসন্ধ জাতক

বোধিসত্ত্ব একজন্মে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম ছিল জনসন্ধ। বড় হয়ে জনসন্ধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। তিনি সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতাও লাভ করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের কয়েক বছর পর তার পিতার মৃত্যু হলে প্রজারা তাকে রাজা নির্বাচন করেন। রাজা জনসন্ধ নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রসাদের নিকট ছয়টি দানশালা স্থাপন করেন। তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এতে প্রজারা খুশি ছিল। রাজ্যে চুরি ডাকাতি, ঝগড়া বিবাদ সব বন্ধ হয়ে যায়।

জনসন্ধ নিজে পঞ্চশীল এবং উপোসথ পালন করতেন। তিনি যথাধর্ম রাজশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে তার 'দশরাজধর্ম' বা দশবিধ কর্তব্যের উপদেশ দিতেন। রাজার উপদেশ শুনে জনগণ ধর্ম ও ন্যায়ের সাথে সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার কোন রানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-২. জনসন্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোথায় গমন করেন?
প্রশ্ন-৩. বড় হয়ে জনসন্ধ কোন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন?
প্রশ্ন-৪. রাজা ব্রহ্মদত্ত জনসন্ধকে কোন পদে অভিষিক্ত করেন?
প্রশ্ন-৫. রাজা জনসন্ধ নগরের বিভিন্ন স্থানে কয়টি দানশালা স্থাপন করেন?
প্রশ্ন-৬. রাজা জনসন্ধ প্রতিদিন কয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন?
প্রশ্ন-৭. রাজা জনসন্ধ কোন কাজে মনোযোগী ছিলেন?
প্রশ্ন-৮. রাজা জনসন্ধের জনগণকে দেওয়া উপদেশাবলি পরবর্তীকালে কী নামে পরিচিতি লাভ করে?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি হিমালয়ে চলে যান এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একবার রাজার অনুরোধে তিনি বারানসিতেই থেকে যান। বোধিসত্ত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে তার পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিয়ে তাদেরকে হিমালয়ে চলে যেতে বলেন। জ্যেষ্ঠ শিষ্য অন্য শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকার পরে গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করার জন্য বারানসিতে যান। সেখানে গিয়ে গুরুদেবকে বন্দনা করে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন। ঠিক এ সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। নবাগত তপস্বীর এমন আচরণ দেখে রাজা রেগে গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন রাজ্যসুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এ রকম করেছেন।

কুইজ-৫

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কোন কালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন?
প্রশ্ন-২. বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে গিয়ে কী গ্রহণ করেন?
প্রশ্ন-৩. রাজার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব কোথায় থেকে যান?
প্রশ্ন-৪. বোধিসত্ত্ব কাকে পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিয়ে হিমালয়ে পাঠান?
প্রশ্ন-৫. জ্যেষ্ঠ শিষ্য কেন বারানসিতে ফিরে আসেন?
প্রশ্ন-৬. গুরুদেবকে বন্দনা করার পরে জ্যেষ্ঠ শিষ্য কী করলেন?
প্রশ্ন-৭. কাকে দেখেও তপস্বী বিছানা ছেড়ে উঠলেন না?
প্রশ্ন-৮. তপস্বী আগে কী ছিলেন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২৪৬ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। জাতক; ২। নানাকুলে; ৩। বুদ্ধত্ব; ৪। বোধিসত্ত্ব; ৫। জীবনচর্চা; ৬। দশবিধ পারমিতা; ৭। পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন; ৮। বিশ্ব সাহিত্যের ও প্রাচীন ইতিহাসের।
কুইজ-২	১। একটি; ২। খাবারের; ৩। আম; ৪। সমুদ্রবেষ্টিত; ৫। বেশিদিন বাঁচে না; ৬। ভারী; ৭। ক্লান্তি; ৮। সমুদ্রের বড় মাছ।
কুইজ-৩	১। ফেরিওয়ালা; ২। সেরিবান; ৩। অন্ধপুর; ৪। লোভী; ৫। ঠকিয়ে; ৬। লক্ষ টাকা; ৭। পাঁচশত টাকা; ৮। হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হওয়ায়।
কুইজ-৪	১। পাটরানির; ২। তক্ষশীলা; ৩। সকল শিল্পশাস্ত্রে; ৪। উপরাজ; ৫। ছয়টি; ৬। ছয় লক্ষ; ৭। যথাধর্ম রাজ্যশাসনে; ৮। 'দশরাজধর্ম'।
কুইজ-৫	১। পুরাকালে; ২। প্রব্রজ্যা; ৩। বারানসিতে; ৪। জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে; ৫। গুরুকে বন্দনা করার জন্য; ৬। মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন; ৭। রাজাকে; ৮। রাজা।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. তিনি হাজার হাজার শুক পাখির —— ছিলেন।
২. শ্রেষ্ঠী সেই —— থালায় ভাত খেতেন।
৩. বোধিসত্ত্ব নিজে —— রক্ষা করতেন।
৪. ধ্যানসাধনা করে তিনি —— ধ্যানফলের অধিকারী হন।
৫. যাঁর মধ্যে —— —— নেই তিনিই প্রকৃত সুখী।

উত্তর: ১. দলপতি; ২. স্বর্ণের; ৩. পঞ্চশীল; ৪. আট রকম; ৫. কামনা-বাসনা।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. বোধিসত্ত্ব শুক সন্তানকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন এবং কেন?

উত্তর: একবার বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে শুক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন বড়ই বলশালী। তিনি হাজার হাজার শুকপাখির দলপতি ছিলেন। দলপতি শুক ও তাঁর স্ত্রীর একটি পুত্র সন্তান ছিল। উভয়ে সন্তানকে আদর স্নেহে লালন পালন করতেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শুক ও তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। আগের মতো আর উড়তে পারেন না। মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুক সন্তান খাবারের খোঁজে যেত। একদিন উড়ে যেতে যেতে দেখল সমুদ্রবেষ্টিত একটি সবুজ দ্বীপ। দ্বীপটিতে ছিল একটি আমবন। সেখানে পাকা পাকা আম। সোনার মতো রং। সে মনের সুখে আমের রস খেল। মধুর মতো মিষ্টি সে রস। ফেরার পথে মা-বাবার জন্য পাকা আম নিয়ে এল। তখন বোধিসত্ত্ব আম খেয়েই বুঝতে পারলেন– আমগুলো ছিল সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের। বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা, অতদূরে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। যেসব শুক ওই দ্বীপে যায়, তারা বেশিদিন বাঁচে না।"

সুতরাং, বোধিসত্ত্ব তার সন্তানকে উপদেশ দিলেন যে, ওই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেন আর না যায়। কারণ ওই দ্বীপে যারা যায় তারা বেশিদিন বাঁচে না। কিন্তু শুক সন্তান সে কথা শুনে নি। তাই অকালে সমুদ্রেই তার মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন-২. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটি সেরিবাণিজ জাতক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' এ কথাটি সেরিবাণিজ জাতক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করা হলো:

অনেকদিন আগের কথা। বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম ছিল সেরিবান। সেই দেশের আরেকজন ফেরিওয়ালা ছিল সেরিবা। অন্ধপুরে এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করত। কিন্তু ধন সম্পদ হারিয়ে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাদের একটি থালা ছিল। একদিন সেরিবা ঐ শ্রেষ্ঠীর বাড়ি দিয়ে ডেকে যাচ্ছিল। তখন বুড়ির নাতনি তার ঠাকুরমাকে গয়না কিনে দিতে বলল। বুড়ি সেরিবাকে ডেকে বলল, তাদের এই থালাটির পরিবর্তে কিছু গয়না দিতে। সেরিবা ছিল লোভী ফেরিওয়ালা। বুড়ির থালাটা পরখ করে সে বুঝতে পারে সেটি সোনার। কিন্তু তারপরও সে থালাটির দাম সিকি পয়সাও বলেনি। সে বুড়িকে ঠকিয়ে সেটি খুবই সামান্য মূল্যে কিনতে চেয়েছিল। সে বুড়িকে গিয়ে বলে, থালাটার বদলে কিছু না দিলে ভালো দেখায় না। সেজন্যে সেটির বদলে কিছু দিয়ে থালাটি নিতে এলাম। কিন্তু বুড়ি তখন বলে থালাটি একজন সাধু ফেরিওয়ালা হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে গেছে। বুড়ির কথা শোনা মাত্রই লোভী সেরিবার মাথা ঘুরে গেল। সে তখন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করল। জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা যা ছিল ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য নদী তীরের দিকে ছুটল। নৌকা তখন মাঝ নদীতে চলে গেছে। সে পাগলের মতো চিৎকার করে মাঝিকে নৌকা ফেরানোর জন্য ডাকল।

কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিষেধ শুনে মাঝি নৌকা ফেরাল না। মাঝি বোধিসত্ত্বকে নিয়ে নদীর অন্য কূলে চলল। লোভী সেরিবা সেই দৃশ্য ও সোনার থালার শোক সহ্য করতে পারল না। হতাশা ও রাগে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্তবমি করে সে মারা গেল। সুতরাং, সেরিবানিজ জাতকের মূল শিক্ষা হলো 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।

প্রশ্ন-৩. দশরাজা ধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: জনসন্ধ জাতকের কাহিনি অনুসারে জানা যায়; একদিন রাজা জনসন্ধ ভাবলেন, সমস্ত লোকের যাতে সুখ শান্তি মঙ্গল বর্ধিত হয়, যাতে তারা অপ্রমত্তভাবে চলে আমি তাদেরকে সেরূপ উপদেশ দেব। এরপর তিনি তাঁর রাজাঙ্গনে সকল প্রজাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "নগরবাসীগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর:

১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করো। ২. যৌবনে ধন উপার্জন করো। ৩. কুটিলকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার করো। ৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না। ৫. মাতা-পিতার সেবায় অবহেলা করো না। ৬. গুরুর নিকট শিক্ষা করো। ৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সাধু-সজ্জনকে সম্মান প্রদর্শন করো। ৮. প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাক। ৯. কৃপণতা পরিহার করে খাদ্যভোজ্য ও পানীয় দান করো। ১০. অন্য পুরুষ বা মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পদার লঙ্ঘন করো না, অপ্রমত্ত হও। দশবিধ কর্তব্য সম্পাদন করো।

রাজার উপরিউক্ত দশটি উপদেশ পরবর্তীকালে 'দশরাজধর্ম' বা 'দশবিধ কর্তব্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই দশরাজধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দশরাজ ধর্ম দ্বারা সৎভাবে জীবনযাপন করা উত্তম।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৭টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৬৫টি সাধারণ ■ ১০টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ২২টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. সুখবিহারী জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৮।
ক গভীর বনে খ হিমালয়ে
গ নদীর তীরে ঘ বৌদ্ধবিহারে **গ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- হিমবন্ত প্রদেশে গভীর বনে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন— শুখপাখি রূপে।
- ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন— বোধিসত্ত্ব।
- রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বোধিসত্ত্ব অতিবাহিত করেন— বর্ষার চার মাস।
- সুখবিহারী জাতকের শিক্ষা হলো— ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।
- হিমালয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন— বোধিসত্ত্ব।
- সেরিবা বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য ছুটল— নদীর তীরে।
- জনসন্ধ বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেন— তক্ষশীলার বৌদ্ধবিহারে।
- বোধিসত্ত্বের সময় বারানসির রাজা ছিলেন— ব্রহ্মদত্ত।

২. তপস্বী: আহা কী সুখ!— এ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯।
ক রাজাকে অবজ্ঞা করার
খ রাজ্যসুখ ভোগ করার
গ ধ্যান সমাধির সুখে বিভোর হওয়ার
ঘ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার **গ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- ধ্যান সমাধির বিমল সুখে বিভোর— নবাগত তপস্বী।
- রাজা ভাবলেন তাকে বোধ হয় অবজ্ঞা করছেন— তপস্বী।
- রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দের হলো— তৃষ্ণামুক্ত হওয়া।
- রাজ্যসুখ ভোগ করার থেকে ধ্যানসুখ ভোগ করা— বেশি আনন্দদায়ক।
- রাজাকে অবজ্ঞা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না— নবাগত তপস্বীর।
- রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না— নবাগত তপস্বী।
- যাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত— সুখী।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সীমান্ত বড়ুয়া পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা দুইটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি গার্মেন্টস দুইটির মালিক হন এবং নিয়মনীতি পালনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সম্মান করতেন এবং শীল পালনে ও সৎভাবে স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের উপদেশ দিতেন।

৩. সীমান্ত বড়ুয়ার সাথে জাতকে কোন রাজার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭।
ক জনসন্ধ খ বেসসান্তর গ শিবি ঘ ইন্দ্র **ক**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- রাজা জনসন্ধ দৈনিক দান করতেন— ছয় লক্ষ মুদ্রা।
- রাজা জনসন্ধের মহাদান দেখে বিস্মিত হলেন— জম্বুদ্বীপবাসী।
- রাজা জনসন্ধরূপী বোধিসত্ত্ব রক্ষা করতেন— পঞ্চশীল।
- যথারীতি উপোসথ পালন করতেন— রাজা জনসন্ধ।
- রাজা শিবিরূপী বোধিসত্ত্ব দান করেন— নিজের চোখ।
- কুটিল ব্রাহ্মণকে রাজা বেসসান্তর দান করেন— নিজের পুত্র-কন্যা।
- অন্ধ ব্রাহ্মণ বেশে শিবি রাজার চোখ চেয়েছিলেন— দেবরাজ ইন্দ্র।

৪. সীমান্ত বড়ুয়ার উপদেশ পালনে কর্মচারীদের জীবন হতে পারে—
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭।
i. সুখকর
ii. শান্তিপূর্ণ iii. মঙ্গলময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য
- যথাধর্ম রাজ্যশাসনে মনোযোগী ছিলেন— রাজা জনসন্ধ।
- রাজা জনসন্ধ অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করালেন— ভেরি বাজিয়ে।
- দশরাজধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে— রাজা জনসন্ধের উপদেশ।
- রাজা জনসন্ধের উপদেশ পরিচিতি লাভ করে— 'দশবিধ কর্তব্য' নামে।
- জনসন্ধ জাতকের শিক্ষা হলো— রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. শুক পাখি সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যাওয়ার প্রধান কারণ—
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২। [সকল বোর্ড ২০২০]
ক বৃদ্ধ মা-বাবার খাদ্য অন্বেষণ খ নিজ এলাকায় খাদ্যের অভাব
গ লোভের বশবর্তী ঘ দলপতিকে অনুসরণ **গ**

৬. শুক পাখি গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল কেন?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩। [য. বো. ২০২৪; সকল বোর্ড ২০১৯]
ক সূর্য ডুবে যাওয়ায় খ সমুদ্র দীর্ঘ হওয়ায়
গ সমুদ্রে ঝড় উঠায় ঘ ক্লান্তি ও ঘুমে পথ হারিয়ে ফেলায় **ঘ**

৭. জাতকে অসৎ ফেরিওয়ালার শেষ পরিণতি হয়েছিল—
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫। [সকল বোর্ড ১৯]
ক কঠিন অসুখে আক্রান্ত খ স্মৃতিশক্তি লোপ
গ ব্যবসায় ক্ষতি ঘ জীবন অবসান **ঘ**

৮. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' উপদেশটি কোন জাতকের?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫। [সকল বোর্ড ১৯, ২০]
ক শুক খ জনসন্ধ গ সুখবিহারী ঘ সেরিবানিজ **ঘ**

৯. লোভী সেরিবার মৃত্যু হয়েছিল কেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯। [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক সোনার থালা হারানোর শোক সহ্য করতে না পেরে
খ নদীতে নৌকা ডুবির ফলে
গ মনিবের ছলনা বুঝতে না পেরে
ঘ শারীরিক অসুস্থতার কারণে **ক**

১০. রাজা জনসন্ধের মহাদান দেখে কারা বিস্মিত হলেন?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬। [সকল বোর্ড ২০১৯]
ক আকাশবাসী খ নগরবাসী
গ জম্বুদ্বীপবাসী ঘ সুবর্ণদ্বীপবাসী **গ**

জনসন্ধরূপী বোধিসত্ত্ব রাজা নির্বাচিত হওয়ার পর নগরে ছয়টি দানশালা স্থাপন করে দৈনিক ছয়লক্ষ মুদ্রা দান করতেন। তাঁর দান ও অনুশাসনে প্রজারা সন্তুষ্ট হলো। চুরি, ডাকাতি বন্ধ হলো। কোথাও বিবাদের লেশমাত্র ছিল না। কারাগার শূন্য হয়ে গেল।

উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

১১. জনসন্ধের মাতার নাম কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬। /সকল বোর্ড ২০১৭/*
ক) কালিন্দী রানি খ) পাটরানি
গ) মায়াদেবী ঘ) রানি মল্লিকাদেবী
উত্তর: খ

১২. কোন রাজার আমলে কারাগার বন্দীশূন্য হয়ে গিয়েছিল? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬। /সকল বোর্ড ২০১৬/*
ক) রাজা বিম্বিসার খ) রাজা জনসন্ধ
গ) রাজা প্রসেনজিত ঘ) রাজা ব্রহ্মদত্ত
উত্তর: খ

১৩. নগরবাসীর উদ্দেশ্যে রাজা জনসন্ধের উপদেশ কোনটি? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭। /সকল বোর্ড ১৯/*
ক) রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন
খ) নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না
গ) অদত্ত বস্তু গ্রহণ করো না
ঘ) স্ত্রী-পুত্রের সেবায় অবহেলা করো না
উত্তর: গ

১৪. জনসন্ধ জাতকের উপদেশ কী? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭। /দি. বো. ২০২৪/*
ক) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
খ) ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ
গ) গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়
ঘ) রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হয়
উত্তর: ঘ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫ ও ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুবল চাকমা বাবামার একমাত্র সন্তান। চাকরির সুবাদে তাকে প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়। সুবলের বাবা-মা তাকে চাকুরীটা ছেড়ে দিতে বললে সে বিদেশ ভ্রমণের লোভে চাকরি করতে থাকে। একবার সে বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। */সকল বোর্ড ১৯/*

১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি কোন জাতকের কাহিনীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২।*
ক) ভদ্রঘট খ) শশক গ) শুক ঘ) জনসন্ধ
উত্তর: গ

১৬. উক্ত জাতকের সারকথা হলো— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*
ক) জ্ঞানীরা সর্বত্র পূজিত হন খ) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
গ) ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ ঘ) গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়
উত্তর: ঘ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭ ও ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রতন বড়ুয়া বিপদে পড়ে স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করার জন্য এক স্বর্ণের দোকানে নিয়ে যায়। অলংকারগুলো নির্ভেজাল ছিল। অসৎ দোকানদার এগুলো পুরাতন ও ভেজাল বলে কমমূল্য দিতে চাইল। পরে একজন সৎ দোকানদার ন্যায্যমূল্যে তা কিনে নিল। এই খবর শুনে সে হায় হায় করতে লাগল। */সকল বোর্ড ২০১৬/*

১৭. রতন বড়ুয়ার ঘটনার সাথে কোন জাতকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*
ক) শুক জাতক খ) সেরিবাণিজ জাতক
গ) জনসন্ধ জাতক ঘ) সুখবিহারী জাতক
উত্তর: খ

১৮. উক্ত জাতকের শিক্ষণীয় দিক কোনটি? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫।*
ক) গুরুজনের কথা মেনে চলা খ) নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ না হওয়া
গ) যৌবনে ধন উপার্জন করা ঘ) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
উত্তর: ঘ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দুলাল বড়ুয়া একজন ইউপি সদস্য। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি সবার আগে এগিয়ে আসেন। তার ওয়ার্ডের উপাসক-উপাসিকাদেরকে গৃহীনীতি পালনের অনুরোধ করেন। এছাড়া নিজেও গৃহীদের প্রতিপাল্য নিয়মসমূহ মেনে চলেন তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্রকে সাহায্য করেন। */সকল বোর্ড ২০১৮/*

১৯. উদ্দীপকে বর্ণিত দুলাল বড়ুয়ার কর্মকাণ্ড জাতকের কার চরিত্রের প্রতিফলন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*
ক) রাজা জনসন্ধ খ) রাজা ব্রহ্মদত্ত
গ) তপস্বী ঘ) উদীচ্য ব্রাহ্মণ
উত্তর: ক

২০. উক্ত ব্যক্তির এলাকাবাসীকে কী সম্পাদনের পরামর্শ দিতেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭।*
ক) পারিবারিক কর্তব্য খ) দশবিধ কর্তব্য
গ) আন্তর্জাতিক কর্তব্য ঘ) রাজধর্ম
উত্তর: খ

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

২১. শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব কেমন ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১০। /চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল/*
ক) বলশালী খ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন
গ) সাহসী ঘ) দুর্বল প্রকৃতির
উত্তর: খ

২২. জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয় কেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১। /রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী/*
ক) সকলে জাতক পাঠ করত বলে
খ) জাতকের স্বরূপ নিয় ছিল বলে
গ) জাতক মানুষের চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করে বলে
ঘ) জাতকের ভূমিকা অনন্য সাধারণ বলে
উত্তর: ঘ

জাতকে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যে সমস্ত কথা-সাহিত্য লোক পরম্পরা চলে আসছে, আদিম অবস্থায় এগুলোর স্বরূপ কেমন ছিল, কীভাবে পরিবর্তিত হলো এবং এগুলোর রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হলেও জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক। এসব কারণেও জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়।

২৩. শুক সন্তান খাবারের খোঁজে কোথায় গিয়েছিল? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২। /বনশ্রী পূর্ব রামপুরা উচ্চ বিদ্যালয়/*
ক) সবুজবনে খ) সবুজ বিলে
গ) সবুজ দ্বীপে ঘ) সবুজ পাহাড়ে
উত্তর: গ

২৪. সমুদ্রবেষ্টিত সবুজ দ্বীপটিতে কী ছিল? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২। /মেরাদিয়া হাজেরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়/*
ক) জামবন খ) কলাবন
গ) আমবন ঘ) আতাবন
উত্তর: গ

২৫. শুকপাখি সবুজ দ্বীপ থেকে ফিরে আসার সময় কার জন্য আম নিয়ে আসে? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২। /চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল/*
ক) মায়ের খ) বাবার গ) চাচার ঘ) মা-বাবার
উত্তর: ঘ

২৬. অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন কে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩। /রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী/*
ক) সেরিবা খ) শুক গ) বোধিসত্ত্ব ঘ) তপস্বী
উত্তর: ক

২৭. 'গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়'— কোন জাতকের উপদেশ? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩। /রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ/*
ক) শুক জাতক খ) সেরিবানিজ জাতক
গ) জনসন্ধ জাতক ঘ) সুখবিহারী জাতক
উত্তর: ক

২৮. শুক জাতকের উপদেশ কী? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩। /আইডিয়াল কলেজ/*
ক) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
খ) গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়
গ) রাজা ধার্মিক হলে প্রজা ধার্মিক হয়
ঘ) ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ
উত্তর: খ

২৯. বোধিসত্ত্ব নিজের জন্য মাত্র কত টাকা রাখলেন? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৪। /রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/*
ক) পাঁচ টাকা খ) সাত টাকা
গ) আট টাকা ঘ) দশ টাকা
উত্তর: গ

৩০. সেরিবা কীভাবে থালাটা ফেলে দিয়ে চলে গেল? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৪। /চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল/*
ক) অবহেলা করে খ) আনন্দ চিত্তে
গ) আন্তরিকভাবে ঘ) দুঃখ চিত্তে
উত্তর: ক

৩১. সেরিবাণিজ জাতক পাঠের মূল শিক্ষা কী? ◼ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫। /চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল/*
ক) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
খ) গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়
গ) সততা দেখে বন্ধু নির্বাচন করতে হয়
ঘ) বিপদে বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়
উত্তর: ক

◼ চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

৩২. ব্রহ্মদত্ত কোথাকার রাজা ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।

ⓚ হিমবন্ত প্রদেশের ⓚ বারাণসীর
ⓖ কাশীর ⓖ কোশলের

৩৩. জনসন্ধ দৈনিক কত লক্ষ মুদ্রা দান করতেন?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।

ⓚ ছয় ⓚ সাত
ⓖ আট ⓖ নয়

৩৪. জনসন্ধের মহাদান দেখে কারা বিস্মিত হলো? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।

ⓚ বারাণসীবাসী ⓚ মথুবাসী
ⓖ শ্রাবস্তীবাসী ⓖ তক্ষশিলাবাসী

৩৫. প্রকৃত সুখী কে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯।

ⓚ যার অনেক সম্পদ রয়েছে
ⓚ যার মধ্যে কামনা-বাসনা নেই
ⓖ যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন
ⓖ যিনি রাজপুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছেন

৩৬. সুখবিহারী জাতকের শিক্ষা কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯।

ⓚ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ
ⓚ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হয়
ⓖ বিপদে বন্ধু চেনা যায়
ⓖ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

৩৭. রাজাকে দেখে কে বিছানা থেকে উঠলেন না?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯।

ⓚ বোধিসত্ত্ব ⓚ তপস্বী
ⓖ নবাগত তপস্বী ⓖ ব্রহ্মদত্ত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুদি দোকানের কর্মচারী বিলাস লোভে পড়ে একদিন দোকান থেকে টাকা সরিয়ে নেয়। সে মনে করে লাভের টাকা থেকে চুরি করেছি। মালিক ধরতে পারবে না। কিন্তু মালিক হিসাব করতে গিয়ে ধরে ফেলে এবং তাকে বিদায় করে দেয়।

৩৮. বিলাস যে কাজ করেছে এটা কোন ধরনের কর্ম? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫।
ⓚ সুকর্ম ⓚ কুকর্ম ⓖ সৎকাজ ⓖ পুণ্যকর্ম

৩৯. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'— কোন জাতকের উপদেশ? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫।
ⓚ শুক ⓚ জনসন্ধ ⓖ সুখবিহারী ⓖ সেরিবানিজ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪০ ও ৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজা নিযুক্ত হওয়ার পরপরই 'ক' সেন প্রজাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে দানশালা গড়ে তোলেন। তিনি নিজে যেমন ধর্মের পথে চলেন আবার প্রজাদের ধর্মপথে চলার উপদেশ দেন।

৪০. উদ্দীপকটি কোন জাতকের ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়?
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।
ⓚ কূটবানিজ ⓚ সেরিবাণিজ ⓖ শুক ⓖ জনসন্ধ

৪১. উক্ত জাতকের শিক্ষার আলোকে আমরা— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭।
i. যৌবনে ধন অর্জনে প্রবৃত্ত হব
ii. প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকব iii. সংসারধর্ম ত্যাগ করব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর | বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা Audio Book থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে TOP 10 TIPS দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: শুক জাতক | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১১১

TOP 10 TIPS

১. 'জাতক' শব্দের অর্থ— জন্মগ্রহণ করেছে।
২. প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস— জাতক।
৩. গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনি হলো— জাতক।
৪. হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন— শুক পাখিরূপে।
৫. শুক জাতকের উপদেশ— গুরুজনদের কথা মেনে চলতে হয়।
৬. শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন— বড়ই বলশালী।
৭. হাজার হাজার শুকপাখির দলপতি ছিলেন— বোধিসত্ত্ব শুক।
৮. বারানসির রাজা ছিলেন— ব্রহ্মদত্ত।
৯. সমুদ্রবেষ্টিত সবুজ দ্বীপে ছিল— একটি আমবন।
১০. এক সময় গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল— শুক সন্তান।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৪২. 'জাতক' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ⓚ জন্মগ্রহণ করেছে ⓚ নির্বাপিত হয়েছে
ⓖ পরিভ্রমণ করেছে ⓖ নির্গত হয়েছে

বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-কাহিনির ঘটনা প্রবাহ জাতক নামে অভিহিত। জাতকের কাহিনিতে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা।

৪৩. প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ⓚ শীলকে ⓚ বোধিসত্ত্বকে
ⓖ জাতককে ⓖ গৌতম বুদ্ধকে

৪৪. জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ বিশ্ব সাহিত্যে ভাণ্ডার তৈরিতে ভূমিকা রাখায়
ⓚ প্রাচীন কাহিনী প্রচার করায়
ⓖ বুদ্ধ দর্শন তুলে ধরায়
ⓖ বোধিসত্ত্বের জীবন কাহিনি বর্ণনা করায়

৪৫. জাতকে গৌতম বুদ্ধ কী নামে পরিচিত হন? (জ্ঞান)
ⓚ বোধিসত্ত্ব ⓚ দেবতা ⓖ জাতিস্মর ⓖ সিদ্ধার্থ

৪৬. জাতক কী? (জ্ঞান)
ⓚ গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী
ⓚ বৌদ্ধধর্মের দর্শন
ⓖ গৌতম বুদ্ধের জন্ম কাহিনী
ⓖ বৌদ্ধসঙ্ঘের ইতিহাস

৪৭. বোধিসত্ত্বের সময়ে বারাণসীর রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ব্রহ্মদত্ত ⓚ দুষ্মন্ত
ⓖ দ্রুপদ ⓖ শুদ্ধোদন

৪৮. হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব কী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ফেরিওয়ালা ⓚ শুকপাখি
ⓖ চালা ⓖ রাজা

৪৯. সমুদ্রের একটি বড় মাছ কাকে গিলে ফেললো? (জ্ঞান)
ⓚ বোধিসত্ত্বকে ⓚ বুদ্ধকে
ⓖ শুকের বাবা ও মাকে ⓖ শুককে

৫০. শুক জাতকের তাৎপর্য বিশ্লেষণে কী বোঝা যায়? (অনুধাবন)
ⓚ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
ⓚ গুরুজনদের কথা মেনে চলতে হয়
ⓖ রাজা ধার্মিক হলে প্রজা ধার্মিক হয়
ⓖ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ

৫১. মৃণাল সেন গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন কাহিনী জানতে পেরেছে। মৃণাল কীভাবে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ জাতক অধ্যয়ন করে ⓚ ধ্যান সমাধি করে
ⓖ তপস্যা করে ⓖ শীল পালন করে

৫২. রিনা বড়ুয়া প্রতিদিন জাতক পাঠ করে। এর ফলে রিনার মধ্যে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে পারে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ অঢেল সম্পত্তির মালিক হবে ⓚ জ্ঞানী-গুণী জনে পরিণত হবে
ⓖ চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হবে ⓖ ধর্ম প্রচারে ব্রতী হবে

৫৩. শুক জাতক পড়ে রতন বড়ুয়া কী শিক্ষালাভ করবেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ গুরুজনের সেবা করবে ⓚ গুরুজনের কথা মেনে চলবে
ⓖ সদা সত্য কথা বলবে ⓖ সৎবন্ধু নির্বাচন করবে

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৫৪. বোধিসত্ত্ব চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন– *(অনুধাবন)*
i. দশবিধ পারমিতা সম্পন্ন করে
ii. মৈত্রী ভাবনা করে
iii. রাজ্য শাসন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৫. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু বাক্যের সাদৃশ্য হলো শুক সন্তানের— *(প্রয়োগ)*
i. মৃত্যু
ii. জীবনাবসান
iii. আম সংগ্রহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫৬. একজন পাঠকের জাতক পাঠের মাধ্যমে অর্জিত হবে– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. চারিত্রিক বিশুদ্ধতা
ii. নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ
iii. বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫৭ ও ৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অমল তার মেয়ে অজন্তাকে একটি জাতকের গল্প বলতে গিয়ে বলেন, বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব একটি পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে সেই পাখির সন্তান মারা যায়।

৫৭. অমলের গল্পের সাথে কোন জাতকের মিল রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক শুক জাতক খ সেরিবাণিজ জাতক
গ জনসন্ধ জাতক ঘ সুখবিহারী জাতক **গ**

৫৮. অমলের বলা জাতকের উপদেশ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
খ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারা ধার্মিক হন
গ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ
ঘ গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয় **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৯ ও ৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বোধিসত্ত্ব জীবনে একবার গৌতম বুদ্ধ শুকপাখি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুত্র লোভের বশে পিতার কথা না শোনায় অকালে মৃত্যুবরণ করে।

৫৯. উদ্দীপকে কোন জাতকের ইঙ্গিত রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক শুক জাতক খ কালকর্ণী জাতক
গ ভদ্রঘট জাতক ঘ শশ জাতক **ক**

৬০. উক্ত জাতকের মর্মবাণী কী? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
খ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ
গ গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়
ঘ জ্ঞানীরা সর্বত্র পূজিত **গ**

★ পাঠ-২: সেরিবাণিজ জাতক | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১১৩

TOP 10 TIPS

১. সেরিব রাজ্যে একবার ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন– বোধিসত্ত্ব।
২. ফেরিওয়ালা বোধিসত্ত্বের নাম ছিল– সেরিবান।
৩. বোধিসত্ত্ব সেরিবাকে নিয়ে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন– অন্ধপুর নগরে।
৪. অতি কষ্টে সংসার চালাত– ছোট মেয়ে ও বুড়ি ঠাকুরমা।
৫. একসময় শ্রেষ্ঠী ভাত খেত– সোনার থালায়।
৬. সেরিবা ফেরিওয়ালা ছিল– খুবই লোভী।
৭. লোভী ফেরিওয়ালা ঠকাতে চেয়েছিল– বুড়ি ও তার নাতনিকে।
৮. সোনার থালাটির প্রকৃত দাম ছিল– এক লক্ষ টাকা।
৯. লোভী সেরিবা মারা গেল– হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে।
১০. সেরিবাণিজ জাতকের শিক্ষা— লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬১. বোধিসত্ত্ব কোথায় বাণিজ্য করত? *(জ্ঞান)*
ক অন্ধপুরে খ শ্রাবস্তীতে গ বিজয় নগরে ঘ কারানসিতে **ক**

৬২. বোধিসত্ত্বরূপী ফেরিওয়ালার নাম কী ছিল? *(জ্ঞান)*
ক সেরিবা খ সেরিবান গ সুভদ্র ঘ সুধাম **খ**

৬৩. সেরিব রাজ্যে বোধিসত্ত্ব কী রূপে জন্মগ্রহণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক বানর খ শুকপাখি গ ফেরিওয়ালা ঘ রাজপুত্র **গ**

৬৪. সেরিবা নামক ফেরিওয়ালা কেমন ছিল? *(অনুধাবন)*
ক স্বার্থপর খ লোভী গ বুদ্ধিমান ঘ বোকা **খ**

৬৫. সোনার থালাটির প্রকৃত দাম কত ছিল? *(জ্ঞান)*
ক এক লক্ষ খ দুই লক্ষ গ তিন লক্ষ ঘ চার লক্ষ **ক**

অন্ধপুরের শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে একটি সোনার থালা ছিল। শ্রেষ্ঠী সেই সোনার থালায় ভাত খেতেন। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুর পর সেই থালার ব্যবহার আর কেউ করত না। এভাবে অনেকদিন ব্যবহার না করায় থালাটার গায়ে ধুলো জমে যায়। তারপর ভাঙ্গা থালাবাটির সঙ্গে পড়ে থাকতে থাকতে সেটা আর সোনা বলেও মনে হতো না।

৬৬. সেরিবাণিজ জাতকের শিক্ষা কোনটি? *(জ্ঞান)*
ক লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু খ বিপদে বন্ধু চেনা যায়
গ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ
ঘ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন **ক**

৬৭. সোমা একটি লোভী প্রকৃতির মেয়ে। তাকে লোভ পরিহারে কোন জাতক থেকে তুমি পরামর্শ নিতে দেবে? *(প্রয়োগ)*
ক সেরিবাণিজ খ কূটবানিজ গ সুখবিহারী ঘ জনসন্ধ **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৬৮. সেরিবান নামক বোধিসত্ত্ব পরলোকে গিয়েছিলেন– *(অনুধাবন)*
i. দানধর্ম রক্ষা করে
ii. সৎকাজ করে
iii. বন্ধুকে বিপদে উদ্ধার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৬৯. সেরিবা নামক ফেরিওয়ালা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছিল— *(অনুধাবন)*
i. লোভের কারণে
ii. লোক ঠকানোর জন্য
iii. বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭০ ও ৭১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অল্প সময়ে অনেক ধনী হওয়ার জন্য পলাশ অসৎপথে টাকা উপার্জন করছে। একদিন সে ইয়াবা পাচার করতে গিয়ে র‍্যাবের গুলিতে নিহত হয়।

৭০. উদ্দীপকের পলাশ পাঠ্যবইয়ের কার প্রতীক? *(প্রয়োগ)*
ক রাজা জনসন্ধ খ শুক সন্তান
গ শুকপাখি ঘ সেরিবা **ঘ**

৭১. উক্ত সেরিবা ছিল– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. খুব লোভী
ii. খুব উদার
iii. ঠক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ পাঠ-৩: জনসন্ধ জাতক | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১১৬

TOP 10 TIPS

১. রাজা ব্রহ্মদত্তের পাটরানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন– জনসন্ধ।
২. বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন– জনসন্ধ।
৩. সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন— জনসন্ধ।
৪. রাজা ব্রহ্মদত্ত উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন– জনসন্ধকে।
৫. যথাধর্ম রাজ্যশাসনে মনোযোগী ছিলেন– রাজা জনসন্ধ।
৬. ৬টি দানশালা স্থাপন করেন— জনসন্ধ।
৭. রাজা জনসন্ধ দৈনিক দান করতেন– ছয় লক্ষ মুদ্রা।
৮. রাজা বোধিসত্ত্ব রক্ষা করতেন– পঞ্চশীল।
৯. জনসন্ধ প্রজাদের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন— ১০টি।
১০. জনসন্ধ জাতকের শিক্ষা— রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭২. পাটরানীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব কী নামে জন্মগ্রহণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক সুধাম খ জনসন্ধ গ সুদত্ত ঘ ব্রহ্মদত্ত **খ**

Tutor পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ **Top 10 Tips** হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৭৩. জনসন্ধ কেন তক্ষশীলা গমন করে? (জ্ঞান)
ক বিদ্যাশিক্ষার জন্য খ ব্যবসা করার জন্য
গ সফর করার জন্য ঘ চাকরি করার জন্য — ক

৭৪. সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন কে? (জ্ঞান)
ক রাজা খ উপরাজা গ জনসন্ধ ঘ সেরিবা — গ

৭৫. জনসন্ধ কোন শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক দর্শনশাস্ত্রে খ শিল্পশাস্ত্রে গ অংকশাস্ত্রে ঘ বিজ্ঞানশাস্ত্রে — খ

৭৬. রাজা ব্রহ্মদত্ত সকল বন্দিকে মুক্তি দিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)
ক বন্দিদের আচরণে খুশি হয়ে খ ছেলের সফলতায় খুশি হয়ে
গ বন্দিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঘ বুদ্ধের নিদর্শন পেয়ে — খ

৭৭. জনসন্ধ কয়টি দানশালা স্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ক তিনটি খ চারটি গ পাঁচটি ঘ ছয়টি — ঘ

৭৮. রাজা হয়ে জনসন্ধ দৈনিক কত লক্ষ মুদ্রা দান করতেন? (জ্ঞান)
ক তিন লক্ষ খ চার লক্ষ গ পাঁচ লক্ষ ঘ ছয় লক্ষ — ঘ

৭৯. জনসন্ধ প্রজাদের জন্য কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক ছয়টি খ আটটি গ দশটি ঘ বারোটি — গ

প্রজাদের উদ্দেশ্যে রাজা জনসন্ধের উপদেশাবলি পরবর্তীকালে 'দশরাজধর্ম' বা 'দশবিধকর্তব্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজা সৎ উপদেশ দানের পাশাপাশি নিজেও সৎ জীবনযাপন করতেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজকর্ম পরিচালনা করতেন। রাজার উপদেশ শুনে জনগণও ধর্ম ও ন্যায়ের সঙ্গে জীবনযাপন করে সুখে বসবাস করতে থাকেন।

৮০. মহেশমতি রাজ্যের রাজা প্রজাদের সুখের জন্য দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন। কোন জাতকের ঘটনার সাথে এ ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
ক শুক জাতক খ জনসন্ধ জাতক
গ সেরিবাণিজ জাতক ঘ সুখবিহারী জাতক — ঘ

৮১. জনসন্ধ জাতকের শিক্ষা কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
খ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন
গ বিপদে বন্ধু চেনা যায় ঘ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ — খ

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৮২. রাজা জনসন্ধ সব সময়– (অনুধাবন)
i. ধর্মপথে চলতেন
ii. উপোসথ পালন করতেন iii. নিজের কাজ নিজে করতেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৮৩. রাজা জনসন্ধ নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে যে উপদেশাবলি দিয়েছিলেন তার সাথে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
i. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা
ii. যৌবনে ধন উপার্জন কর iii. প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

৮৪. রাজা জনসন্ধের উপদেশ অনুযায়ী আমাদের উচিত– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. কুটিল কর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার
ii. নিষ্ঠুরতা পরিহার iii. অপ্রমত্ত পরিহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
পরিবারের সবার চাহিদার প্রতি খেয়াল রেখে কাঞ্চন তঞ্চঙ্গ্যা যথাসময়ে তা পূরণ করেন। ফলে কেউ অসৎ উপায়ে উপার্জনে আগ্রহী নয়। তিনি ধার্মিক এবং সৎ। তাই তার পরিবারের সবাই সৎ।

৮৫. উদ্দীপকের কোন জাতকের পটভূমি প্রতিভাত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শুক জাতক খ জনসন্ধ জাতক
গ সুখবিহারী ঘ কালকর্ণী — গ

৮৬. উক্ত জাতকের উপদেশ কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু খ মিথ্যা বলা মহাপাপ
গ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ
ঘ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হয় — গ

★★ পাঠ-৪: সুখবিহারী জাতক | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১১৮

TOP 10 TIPS

১. বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন– বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়।
২. হিমালয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন– বোধিসত্ত্ব।
৩. ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন– বোধিসত্ত্ব।
৪. উদীচ্য বোধিসত্ত্বের শিষ্য ছিল– পাঁচশত।
৫. রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বোধিসত্ত্ব অতিবাহিত করেন– বর্ষার চার মাস।
৬. রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না– নবাগত তপস্বী।
৭. ধ্যান সমাধির বিমল সুখে বিভোর– নবাগত তপস্বী।
৮. বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন– তপস্বী।
৯. যাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত– সুখী।
১০. ত্যাগের মানসিকতা গড়ে ওঠে— সুখবিহারী জাতক থেকে।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৭. বোধিসত্ত্ব উদীচ্য কোন কুলে জন্ম নিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয় গ বৈশ্য ঘ শূদ্র — ক

৮৮. বোধিসত্ত্ব কত রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন? (জ্ঞান)
ক ৫ খ ৬ গ ৭ ঘ ৮ — ঘ

৮৯. উদীচ্য বোধিসত্ত্বের কতজন শিষ্য ছিল? (জ্ঞান)
ক চারশ খ পাঁচশ গ ছয়শ ঘ সাতশ — গ

৯০. রাজাকে দেখেও কে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না? (জ্ঞান)
ক বোধিসত্ত্ব খ নবাগত তপস্বী গ জনসন্ধ ঘ ব্রহ্মদত্ত — খ

৯১. প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। এখানে কোন জাতকের সাথে কথাটির সাদৃশ্য রয়েছে— (প্রয়োগ)
ক রাজার খ বোধিসত্ত্বের
গ নবাগত তপস্বীর ঘ ব্রহ্মদত্তের — গ

৯২. বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে তপস্বী কোথায় প্রত্যাবর্তন করেন? (জ্ঞান)
ক হিমালয়ে খ অন্ধপুরে গ বারানসিতে ঘ শ্রাবস্তীতে — ক

৯৩. ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তুলতে হলে মিনাক্ষী দেব কোন জাতক থেকে শিক্ষা নেবে? (প্রয়োগ)
ক শুক জাতক খ সুখবিহারী জাতক
গ জনসন্ধ জাতক ঘ কূটবাণিজ জাতক — খ

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯৪. আহা কী সুখ! আহা কী সুখ! এই উক্তিটি যে জাতকে পরিলক্ষিত হয়— (অনুধাবন)
i. যে জাতকে বোধিসত্ত্ব শুকরূপে জন্মগ্রহণ করেন
ii. যে জাতকের উপদেশ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ
iii. সুখবিহারী জাতকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

৯৫. সুবাস সুখবিহারী জাতক পাঠ করছে। এর মাধ্যমে তার দূরীভূত হবে— (প্রয়োগ)
i. ভোগের মানসিকতা দূরীভূত হবে
ii. সুখের চিন্তা দূরীভূত হবে iii. দানের মানসিকতা তৈরি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
দাদুর কাছ থেকে দীপালি এমন একটি জাতক কাহিনী শোনে যেখানে বোধিসত্ত্ব রাজারূপে জন্মগ্রহণ করে যে সুখ পাননি কিন্তু সন্ন্যাসীরূপে তা পেয়েছেন। রাজকীয় সুখের জীবন তার কাছে তুচ্ছ।

৯৬. উদ্দীপকের বোধিসত্ত্ব কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? (প্রয়োগ)
ক ব্রাহ্মণ খ বৈশ্য গ ক্ষত্রিয় ঘ শূদ্র — ক

৯৭. উক্ত জাতকের উপদেশ বাণী হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভোগে সুখ নেই
ii. ভোগে সুখ আছে iii. ত্যাগেই প্রকৃত সুখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে POLE অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
Tutor
POLE Panjeree Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ৩৪টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. শুক সন্তান আমের রস খেতে কোথায় যেত?

উত্তর: বোধিসত্ত্ব একবার হিমবন্ত প্রদেশে শুক পাখি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর একটি সন্তান ছিল। বোধিসত্ত্বের সন্তান শুক আমের রস খাওয়ার জন্য সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেত। সে পেট ভরে আমের রস খেত এবং আসার সময় বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্যও আম নিয়ে আসত।

প্রশ্ন-২. বুড়ি ঠাকুরমার সোনার থালার দাম কত?

উত্তর: এক বুড়ি মা ও তার নাতনি ছিল। তাদের পূর্ব পুরুষরা সবাই পরলোকগমন করে। এক সময় তারা বড়লোক ছিল। ক্রমে তারা গরিব হয়ে যায়। তাদের একটি স্বর্ণের থালা ছিল। একদিন বুড়ির নাতনি বায়না ধরে যে, এই স্বর্ণের থালার পরিবর্তে তাকে কিছু কিনে দেয়ার জন্য। বোধিসত্ত্ব বলল, এই থালার দাম লক্ষ টাকা।

সুতরাং, বুড়ি ঠাকুরমার থালার দাম লক্ষ টাকা।

প্রশ্ন-৩. লোভী ফেরিওয়ালার লোভের পরিণতি কী হলো?

উত্তর: অনেক দিন আগের কথা। এক বুড়ি ও তার এক নাতনি ছিল। এক সময় তারা ধনী ছিল। ক্রমে তারা গরিব হয়ে যায়। তাদের পূর্ব পুরুষরাও পরলোক গমন করে। শুধু বুড়ি ও নাতনি বাকি রইল। তাদের একটি থালা ছিল। সেটি ছিল স্বর্ণের। তার নাতনি এক ফেরিওয়ালার ডাক শুনতে পেয়েছিল। সে তার ঠাকুরমাকে বলল, তাকে এই থালার পরিবর্তে গয়না কিনে দিতে। বুড়ি ফেরিওয়ালার কাছে থালাটি নিয়ে গেলে ফেরিওয়ালাটি বলল, এই থালাটি অকেজো। এর দাম সিকি পয়সাও না। পরক্ষণে আরেক ফেরিওয়ালা আসলো। তিনি বললেন, "ঠাকুরমা, এই থালাটি স্বর্ণের। এর দাম লক্ষ টাকা। আমার এত টাকা নেই, আমি এটি আমার সমস্ত পণ্যের বিনিময়ে কিনে নিচ্ছি"। সৎ ফেরিওয়ালাটি চলে যাবার পরক্ষণে ঐ লোভী ফেরিওয়ালা আবার এসে বলে থালাটি দিন। এর পরিবর্তে কিছু নেন। কিন্তু ওরা বলল, "আমরা থালাটি অন্য ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করে অনেক পণ্য পেয়েছি।" এই কথা শোনার পর লোভী ফেরিওয়ালাটি দৌড়ে ঐ সৎ ফেরিওয়ালাকে ধরতে যায়। কিন্তু অতি লোভের কারণে সে থালাটিও হারাল এবং সৎ ফেরিওয়ালাকেও ধরতে পারল না। হতাশা ও রাগে তার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে রক্ত বমি করে সে মারা গেল।

সুতরাং, লোভী ফেরিওয়ালার লোভের পরিণতিতে মৃত্যু হলো।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

Tutor এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ জাতক

প্রশ্ন-৪. জাতক কাকে বলে?

উত্তর: 'জাতক' শব্দের অর্থ হলো যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ জাতক নামে অভিহিত।

প্রশ্ন-৫. বোধি ও সত্ত্ব দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটি গঠিত। শব্দটির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: বুদ্ধ হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যিনি সত্ত্ব সাধনায় রত থাকেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহে বুদ্ধ কী জীবনচর্চা করেছিলেন? তিনি কীভাবে চরমোৎকর্ষ সাধন করেন?

উত্তর: জন্মজন্মান্তরের জীবনপ্রবাহে কর্মফলের কারণে বুদ্ধ রাজা, মন্ত্রী, দেবতা, বণিক, চণ্ডাল, পশু-পাখি প্রভৃতি নানা কুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিসত্ত্ব জীবনচর্চা করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দান, শীল, নৈষ্কম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা-এই দশবিধ পারমিতা চর্চা করে তিনি চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন।

প্রশ্ন-৭. জাতকের আখ্যান, চরিত্র ও ভূমিকায় গৌতম বুদ্ধের অবস্থান কী?

উত্তর: জাতকের কাহিনিগুলোতে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। জাতকের আখ্যানগুলোতে দেখা যায়, তিনি কোথাও ঘটনার প্রধান চরিত্র, কখনো তিনি ঘটনার পর্যবেক্ষক, আবার কোথাও তাঁর ভূমিকা গৌণ।

প্রশ্ন-৮. জাতক কাহিনিগুলো কীসে সমৃদ্ধ? এর বিশেষত্ব কী?

উত্তর: জাতকের কাহিনিগুলো নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা।

প্রশ্ন-৯. বুদ্ধ তার শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের কীসে উদ্বুদ্ধ করতেন? জাতক পাঠের ফলাফল কী?

উত্তর: বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে অতীত জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধনে উদ্বুদ্ধ করতেন। জাতক পাঠে সৎ গুণাবলিসম্পন্ন আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হয়।

প্রশ্ন-১০. জাতক প্রাচীন বিশ্ব-সাহিত্যের আকর বিশেষ। এটি পাঠ করা আবশ্যক কেন?

উত্তর: যে সমস্ত কথাসাহিত্য লোকপরম্পরা চলে আসছে, আদিম অবস্থায় এগুলোর স্বরূপ কেমন ছিল, কীভাবে পরিবর্তিত হলো এবং এগুলো রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হলেও জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক।

প্রশ্ন-১১. জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের কী বলা হয়? কেন বলা হয়?

উত্তর: বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনার চিরন্তন উৎস হিসেবে জাতকের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এ কারণে জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়।

■ শুক জাতক

প্রশ্ন-১২. শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্বের পরিচয় দাও।

উত্তর: শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন বড়ই বলশালী। তিনি হাজার হাজার শুক পাখির দলপতি ছিলেন। দলপতি শুক ও তাঁর স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান ছিল। উভয়ে সন্তানকে আদর-স্নেহে লালনপালন করতেন।

প্রশ্ন-১৩. মা-বাবার জন্য খাবার সংগ্রহে যাবার সময় উড়ে যেতে যেতে শুক সন্তান কী দেখল?
উত্তর: একদিন শুক মা-বাবার জন্য খাবার সংগ্রহে যাবার সময় সন্তান উড়ে যেতে যেতে দেখল— সমুদ্রবেষ্টিত একটি সবুজ দ্বীপ। দ্বীপটিতে ছিল একটি আমবন। সেখানে পাকা পাকা রসালো আম। সোনার মতো রং। সে মনের সুখে আমের রস খেল। মধুর মতো মিষ্টি সে রস।

প্রশ্ন-১৪. বোধিসত্ত্ব আম খেয়েই বুঝতে পারলেন, আমগুলো ছিল সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের। তখন তিনি পুত্রকে কী বলেছিলেন?
উত্তর: বোধিসত্ত্ব পুত্রকে বললেন, দেখ বাবা, অতদূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের। যেসব শুক ওই দ্বীপে যায়, তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের আর কেউ নেই। আর কোনোদিন ওই দ্বীপে যেও না।

প্রশ্ন-১৫. লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত আম খাওয়ায় শুক সন্তানের কী পরিণতি হয়েছিল?
উত্তর: অতিরিক্ত আম খাওয়ায় শুক সন্তানের শরীর ভারী হয়ে গেলো। ক্লান্তি ও ঘুমে সে চেনা পথ হারিয়ে ফেলল এবং নিচু হয়ে পানি স্পর্শ করে উড়তে লাগল। ক্লান্ত, শ্রান্ত শুকসন্তান এক সময়ে গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। তখনই সমুদ্রের একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল।

■ সেরিবাণিজ জাতক

প্রশ্ন-১৬. অন্ধপুর নগরের শ্রেষ্ঠী পরিবার সম্পর্কে লেখো।
উত্তর: অন্ধপুরে এক সময় এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করতেন। কিন্তু ধন-সম্পদ হারিয়ে সেই শ্রেষ্ঠী পরিবার গরিব হয়ে যায়। পরিবারের সব পুরুষ একে একে মারা যায়। সেই পরিবারে একটি ছোট মেয়ে ও বুড়ি ঠাকুরমা ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালাত।

প্রশ্ন-১৭. ছোট মেয়েটির কথায় বুড়ি ঠাকুরমা প্রথমবার ফেরিওয়ালাকে ডাকতে রাজি না হলেও পরে কেন ডাকলেন?
উত্তর: মেয়েটি পুরানো ভাঙা থালাবাটির ভিতর থেকে সোনার থালাটি নিয়ে এসে বলল, এটা তো আমাদের কোনো কাজে লাগে না। এটি বিক্রি করে গয়না কিনে দাও না। এতে করে ঠাকুরমা মেয়েটির কথায় রাজি হয়ে ফেরিওয়ালাকে ডাকলেন।

প্রশ্ন-১৮. লোভী ফেরিওয়ালা বললো, "এর আবার দাম কী? সিকি পয়সায় নিলেও ঠকা হয়।" এরূপ বলে সে কী করবে ঠিক করলো?
উত্তর: লোভী ফেরিওয়ালা থালাটা উলটেপালটে দেখলো। দেখেই থালাটি সোনার বলে মনে হলো। তখন সে থালার পিছনে সুঁচ দিয়ে দাগ কেটে বুঝল থালাটা সত্যিই সোনার। সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের ঠকিয়ে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে ঠিক করল।

প্রশ্ন-১৯. সোনার থালার বিষয়ে বোধিসত্ত্ব বলেছিলেন, থালাটি লক্ষ টাকার, এত টাকা বোধিসত্ত্বের কাছে নেই। একথার পরিপ্রেক্ষিতে বুড়ির বক্তব্য কী ছিল?
উত্তর: বুড়ি বললেন, একটু আগেই এক ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলল, এর দাম সিকি পয়সাও নয়। বোধ হয় আপনার পুণ্য বলে থালাটা সোনার হয়ে গেছে। আমরা এটা আপনাকেই দেব। তার বদলে আপনি যা ইচ্ছে দিন।

প্রশ্ন-২০. বোধিসত্ত্ব শেষ পর্যন্ত সোনার থালাটি কীভাবে ক্রয় করলেন?
উত্তর: বোধিসত্ত্বের তখন নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্র ছিল। তার থেকে তিনি মাত্র আটটি টাকা রাখলেন। বাদ বাকি টাকা ও জিনিসপত্র বুড়িকে দিয়ে বোধিসত্ত্ব সোনার থালাটি ক্রয় করলেন।

প্রশ্ন-২১. লোভী সেরিবার শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?
উত্তর: সোনার থালার লোভে সেরিবা পাগলের মতো চিৎকার করে মাঝিকে নৌকা ফেরাতে বললো। বোধিসত্ত্বের নির্দেশ মেনে মাঝি বোধিসত্ত্বকে নিয়ে নদীর অন্য কূলে চলল। লোভী সেরিবা এই দৃশ্য ও সোনার থালার শোক সহ্য করতে পারল না। হতাশা ও রাগে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্তবমি করে সে মারা গেলো।

■ জনসন্ধ জাতক

প্রশ্ন-২২. বারানসিতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব জনসন্ধ নামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম, শিক্ষা ও শিল্প কাজ সম্পর্কে কী জানো?
উত্তর: বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জনসন্ধ। তিনি বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারানসিতে ফিরে আসেন।

প্রশ্ন-২৩. তক্ষশীলা থেকে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে জনসন্ধ বারানসিতে যেদিন ফিরে আসেন সেদিন কী ঘটেছিল?
উত্তর: রাজা জনসন্ধ যেদিন ফিরে এসেছিলেন সেদিনই রাজা ব্রহ্মদত্ত ছেলের সফলতায় কারাগার থেকে সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন। তারপর তাঁকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। জনসন্ধের শাসনে প্রজাগণ সুখেই কালযাপন করতে থাকেন।

প্রশ্ন-২৪. জনসন্ধ রাজার কোন গুণ দেখে জম্বুদ্বীপবাসী বিস্মিত হলো?
উত্তর: রাজা জনসন্ধ নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টি দানশালা স্থাপন করে দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এ মহাদান দেখে জম্বুদ্বীপবাসী বিস্মিত হলো।

প্রশ্ন-২৫. রাজা জনসন্ধের শাসনগুণের ফলাফল উল্লেখ করো।
উত্তর: রাজা জনসন্ধের শাসনগুণে প্রজারা সন্তুষ্ট হলো। চুরি ডাকাতি বন্ধ হলো। কোথাও বিবাদের লেশমাত্র ছিল না। কারাগার শূন্য হয়ে গেল।

প্রশ্ন-২৬. নিজ এবং অপরের ক্ষেত্রে রাজা জনসন্ধের ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা কেমন ছিল?
উত্তর: রাজা জনসন্ধরূপী বোধিসত্ত্ব নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করতেন। যথারীতি উপোসথ পালন করতেন। যথাধর্ম রাজ্যশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন।

প্রশ্ন-২৭. রাজা জনসন্ধের অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করানোর কারণ কী ছিল?
উত্তর: একদিন রাজা জনসন্ধ পূর্ণিমার পঞ্চদশীয় উপসোথ দিনে উপোসথ ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ভাবলেন, সমস্ত লোকের যাতে সুখ শান্তি মঙ্গল বর্ধিত হয়, যাতে তারা অপ্রমত্তভাবে চলে আমি তাদেরকে সেরূপ উপদেশ দেব। এজন্য তিনি ভেরি বাজিয়ে অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করালেন।

প্রশ্ন-২৮. 'দশবিধ কর্তব্য' এর মধ্য হতে যেকোনো পাঁচটি উপদেশ লেখো।
উত্তর: দশরাজধর্ম বা দশবিধ কর্তব্যের ৫টি উপদেশ হলো— ১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করো। ২. যৌবনে ধন উপার্জন করো। ৩. কুটিলকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার করো। ৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না। ৫. মাতাপিতার সেবায় অবহেলা করো না।

■ সুখবিহারী জাতক

প্রশ্ন-২৯. বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রব্রজ্যা জীবন সম্পর্কে লেখো।
উত্তর: ঘর সংসার খুব দুঃখময়, গৃহত্যাগ বরং সুখকর— এই ভেবে বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তাঁর পাঁচশত তপস্বী শিষ্য ছিল।

প্রশ্ন-৩০. সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বোধিসত্ত্ব চার মাস কোথায় অতিবাহিত করেন? কেন অতিবাহিত করেন?
উত্তর: একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগর ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারানসিতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বর্ষাবাস পালনের জন্য বর্ষার চার মাস অতিবাহিত করেন।

প্রশ্ন-৩১. বোধিসত্ত্ব কাকে পাঁচশো শিষ্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন?
উত্তর: বোধিসত্ত্ব তাঁর জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে পাঁচশো শিষ্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান।

প্রশ্ন-৩২. বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠ শিষ্য গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে গিয়ে আবার বারানসিতে উপস্থিত হলেন কেন?

উত্তর: হিমালয়ে তপস্বীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে জ্যেষ্ঠ শিষ্য একদিন গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি। এই বলে তিনি বারানসিতে গিয়ে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হন।

প্রশ্ন-৩৩. নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে না উঠে আহা কী সুখ! আহা কী সুখ! বলছিলেন। তাঁর এরূপ বলার কারণ কী ছিল?

উত্তর: নবাগত তপস্বী আগে বারানসির রাজার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে-সুখ পেয়েছেন রাজ্য-সুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এরকম বলেছিলেন।

প্রশ্ন-৩৪. বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য একটি গাথা বলেন। গাথাটি লেখো?

উত্তর: বোধিসত্ত্ব বর্ণিত ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা-সংক্রান্ত গাথাটি হলো— 'যাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারো ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না। নিজের জন্য কিছু করার কথা তিনি চিন্তা করেন না।'

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

▪ ২৭টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ▪ ১২টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর SURE 15 পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ শুক জাতক

প্রশ্ন-১. বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীকে কী বলে? *[দি. বো. '১৮]* *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।*

উত্তর: বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীকে জাতক বলে।

প্রশ্ন-২. জাতক কাকে বলে? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।* *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

উত্তর: বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন কাহিনীর ঘটনা প্রবাহকে জাতক বলে।

প্রশ্ন-৩. যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে তাকে কী বলা হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।*

উত্তর: যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বলা হয় জাতক।

প্রশ্ন-৪. জাতক শব্দের অর্থ কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।*

উত্তর: জাতক শব্দের অর্থ হলো যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন-৫. বারাণসীর রাজা কে ছিলেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।*

উত্তর: ব্রহ্মদত্ত।

প্রশ্ন-৬. হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব কী রূপে জন্মগ্রহণ করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।*

উত্তর: শুক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৭. শুক সন্তান কীভাবে সমুদ্রে পড়ে গেল? *[দি. বো. '১৬]* *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*

উত্তর: ক্লান্ত হয়ে শুক সন্তান সমুদ্রে পড়ে গেল।

■ সেরিবাণিজ জাতক

প্রশ্ন-৮. সেরিবা কে ছিলেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩। [দি. বো. '২৪]*

উত্তর: সেরিবা ছিলেন সেরিব রাজ্যের লোভী ফেরিওয়ালা।

প্রশ্ন-৯. সেরিবান কোথায় বাণিজ্য করতে গিয়েছিল? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*

উত্তর: সেরিবান অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল।

প্রশ্ন-১০. ফেরিওয়ালারূপে জন্মগ্রহণ করা বোধিসত্ত্বের নাম কী ছিল? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*

উত্তর: সেরিবান।

প্রশ্ন-১১. কে সোনার থালায় ভাত খেতো? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*

উত্তর: শ্রেষ্ঠী।

প্রশ্ন-১২. কে সোনার থালা হারাবার শোক সইতে না পেরে মারা গেল? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫।*

উত্তর: সেরিবা নামক লোভী ফেরিওয়ালা।

প্রশ্ন-১৩. লোভ করলে কী হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫।*

উত্তর: লোভ করলে পাপ হয় এবং পাপে মৃত্যু হয়।

■ জনসন্ধ জাতক

প্রশ্ন-১৪. বোধিসত্ত্ব কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: বোধিসত্ত্ব পাটরানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৫. জনসন্ধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোথায় গমন করেছিলেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: জনসন্ধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেছিলেন।

প্রশ্ন-১৬. কোথায় ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: বারাণসীতে রাজত্ব করতেন।

প্রশ্ন-১৭. কারা বোধিসত্ত্বকে রাজা নির্বাচন করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: প্রজারা।

প্রশ্ন-১৮. জনসন্ধ কয়টি দানশালা স্থাপন করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: ছয়টি।

প্রশ্ন-১৯. জনসন্ধ দৈনিক কতগুলো মুদ্রা দান করতেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করতেন।

প্রশ্ন-২০. কারা জনসন্ধের মহাদান দেখে বিস্মিত হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: জম্বুদ্বীপবাসী।

প্রশ্ন-২১. বোধিসত্ত্ব কী রক্ষা করতেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭।*

উত্তর: পঞ্চশীল রক্ষা করতেন।

প্রশ্ন-২২. জনসন্ধ জাতকের রাজার দেওয়া একটি উপদেশ লেখো। *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৭। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১১]*

উত্তর: জনসন্ধ জাতকের রাজার দেওয়া একটি উপদেশ হলো— মাতা-পিতার সেবায় অবহেলা করো না।

■ সুখবিহারী জাতক

প্রশ্ন-২৩. ব্রাহ্মণকুলে কে জন্মগ্রহণ করেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৮।*

উত্তর: বোধিসত্ত্ব উদীচ্য।

প্রশ্ন-২৪. বোধিসত্ত্ব কোথায় চলে যান? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৮।*

উত্তর: হিমালয়ে।

প্রশ্ন-২৫. জ্যেষ্ঠ শিষ্য ধ্যান-সাধনা করে কত রকম ধ্যান ফলের অধিকারী হন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৮।*

উত্তর: আট রকম।

প্রশ্ন-২৬. কে বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৮।*

উত্তর: তপস্বী।

প্রশ্ন-২৭. বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে কী ছিলেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯।*

উত্তর: রাজা ছিলেন।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জাতক

প্রশ্ন-১. জাতকের শিক্ষা আলোচনা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১।*

উত্তর: জাতকের কাহিনিগুলো নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা। জাতক পাঠে সৎ গুণাবলি সম্পন্ন আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হয়।

প্রশ্ন-২. জাতক পঠন-পাঠন কেন আবশ্যক? ব্যাখ্যা করো।
◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১। /[illegible] ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, [illegible]/

উত্তর: জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক কারণ জাতক পাঠে সৎ গুণাবলি সম্পন্ন আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হয়। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে অতীত জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে উদ্বুদ্ধ করতেন।

■ শুক জাতক

প্রশ্ন-৩. বোধিসত্ত্ব শুক পাখিকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেতে নিষেধ করলেন কেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২। /সকল বোর্ড-২০১৮/*

উত্তর: বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর আশংকা দেখে শুক পাখিকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেতে নিষেধ করলেন।

বোধিসত্ত্ব দেখলেন অতদূরে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যাওয়া বড়ই কষ্টের। শুক পাখি তাদের একমাত্র সন্তান। বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখার মত আর কেউই নেই। তাই বোধিসত্ত্ব শুক পাখিকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে যেতে নিষেধ করলেন।

প্রশ্ন-৪. শুক সন্তান মা-বাবার উপদেশ না শোনায় তার পরিণতি কী হয়? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩।*

উত্তর: শুক সন্তান মা-বাবার উপদেশ না শুনে প্রায়ই লোভে পড়ে সমুদ্রবেষ্টিত সবুজ দ্বীপে আমের রস খেতে যেত। একদিন সে অনেক আমের রস খেল, এতো বেশি খেল যে শরীর ভারী হয়ে গেল। তারপর তার বৃদ্ধ মা-বাবাকে খাওয়ানোর জন্য সে গাছে উঠে একটি পাকা আম নিয়ে উড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু দীর্ঘ পথ চলায় সে ক্লান্তি বোধ করছিল ফলে চেনা পথ হারিয়ে ফেললো এবং নিচু হয়ে পানি স্পর্শ করে উড়তে লাগলো। ক্লান্ত, শ্রান্ত শুক সন্তান এক সময়ে গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। তখনই সমুদ্রের একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেললো।

■ সেরিবাণিজ জাতক

প্রশ্ন-৫. লোভী ফেরিওয়ালা থালাটি দেখে কী বললেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৪।*

উত্তর: লোভী ফেরিওয়ালা থালাটি উল্টে পাল্টে দেখলো। থালাটি সোনার বলে মনে হলো। তখন সে থালার পিছনে সুচ দিয়ে দাগ কেটে বুঝলো থালাটি সত্যিই সোনার। সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের ঠকিয়ে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে ঠিক করল। সে বললো— এর আবার দাম কী? সিকি পয়সায় নিলেও ঠকা হয়- এরূপ বলে সে অবহেলার ভান করে থালাটি ফেলে দিয়ে চলে গেল।

প্রশ্ন-৬. বুড়ি সাধু ফেরিওয়ালার নিকট থালাটি বিক্রয় করেছিল কেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৪। /দি. বো. '১৯/*

উত্তর: নাতনির আবদার পূরণ করার জন্য বুড়ি ঠাকুরমা সাধু ফেরিওয়ালার কাছে থালাটি বিক্রয় করেছিল।

ছোট মেয়েটি একদিন ঠাকুরমার কাছে গয়না কেনার বায়না ধরেছিল। তখন রাস্তা দিয়ে এক ফেরিওয়ালা যাচ্ছিল। তার কাছে সোনার থালা বিক্রি করার জন্য তারা নিয়ে যান। সেই ফেরিওয়ালা সোনার থালা বুঝতে পেরে মিথ্যা বলে দাম দিতে চায় না। তখন তিনি চলে গেলে এক সাধু ফেরিওয়ালা আসেন এবং তিনি সত্য কথা বলেন। তখন বুড়ি ঠাকুরমা তার কাছেই থালাটি বিক্রি করেন।

■ জনসন্ধ জাতক

প্রশ্ন-৭. রাজা জনসন্ধের শিক্ষাজীবন লেখো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: রাজা জনসন্ধ ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারানসিতে ফিরে আসেন।

প্রশ্ন-৮. রাজা ব্রহ্মদত্ত কেন কারাগার থেকে সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নাম রাখা হয়েছিল জনসন্ধ। তিনি বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে তিনি বারানসিতে ফিরে আসেন। তিনি যেদিন ফিরে এসেছিলেন, সেদিনই রাজা ব্রহ্মদত্ত ছেলের সফলতায় কারাগার থেকে সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দেন।

প্রশ্ন-৯. রাজা জনসন্ধ কীভাবে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬।*

উত্তর: রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্বকে রাজা নির্বাচন করা হয়। তিনি নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টি দানশালা স্থাপন করে দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। তাঁর শাসনামলে প্রজারা সন্তুষ্ট হলো। চুরি-ডাকাতি বন্ধ হলো। কোথাও বিবাদের লেশমাত্র ছিল না। এবং কারাগার শূন্য হয়ে গেল। এভাবে জনসন্ধ তাঁর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

■ সুখবিহারী জাতক

প্রশ্ন-১০. বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে চলে গেলেন কেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৮।*

উত্তর: পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর-সংসার খুব দুঃখময়, গৃহত্যাগ বরং সুখকর এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন।

প্রশ্ন-১১. তপস্বী আহা কী সুখ, আহা কী সুখ! বলেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯। /চ. বো. '১৯/*

উত্তর: ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে বিভোর হয়ে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তপস্বী আহা কী সুখ, আহা কী সুখ! বলেছিলেন।

সুখবিহারী জাতকের তপস্বী আগে রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন, রাজ্য সুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। তাই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তপস্বী বলেছিলেন, আহা কী সুখ, আহা কী সুখ!

প্রশ্ন-১২. তপস্বী রাজাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না কেন? ব্যাখ্যা করো। *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৯। /দি. বো. '২৪/*

উত্তর: ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে বিভোর থাকায় তপস্বী রাজাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

সুখ বিহারী জাতকের তপস্বী আগে রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন, রাজ্য সুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। তাই তপস্বী রাজাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৭টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৮টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন
■ ২টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৪টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ■ ১টি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি! এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶১ সৌরভ চাকমা বৃদ্ধ মা-বাবার দেখাশোনা ও সেবাশুশ্রূষা করতেন। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। একদিন বাবা বললেন, "লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি গভীর বনে যাবে না, সেখানে গেলে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না।" তবুও প্রচুর কাঠ সংগ্রহের আশায় সে গভীর বনে প্রবেশ করলে বিষধর সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক. জাতক কী? ১
খ. রাজা ব্রহ্মদত্ত সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন কেন? ২
গ. সৌরভ চাকমার সাথে জাতকে কার চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সৌরভের বাবার উপদেশ যুক্তিসংগত, কথাটি জাতকের উপদেশের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

শিখনফল-১ ও ২

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জাতক হলো বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন কাহিনীর ঘটনা প্রবাহ।

খ রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র জনসন্ধ তক্ষশীলা থেকে সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারাণসীতে ফিরে আসেন। তিনি যেদিন ফিরে এসেছিলেন সেদিনই রাজা ব্রহ্মদত্ত ছেলের সফলতায় কারাগার থেকে সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন। তারপর তাঁকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন।

গ সৌরভ চাকমার সাথে জাতক কাহিনীর শুক জাতকের শুক সন্তানের চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শুক পাখিরূপে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বারাণসীর ব্রহ্মদত্ত রাজার সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। শুক সন্তান একদিন বাবা মায়ের জন্য আম নিতে এলে বোধিসত্ত্ব শুক তা খেয়ে বুঝতে পারলেন এই আমগুলো সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা অত দূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের আর যেসব শুক ওই দ্বীপে যায় তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি কোনোদিন আর ঐ দ্বীপে যেও না। কিন্তু শুক সন্তান পিতামাতার কথা না শুনে ঐ দ্বীপে যেতেন এবং একদিন আসার পথে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলে মাছ তাকে খেয়ে ফেলল। তেমনি সৌরভ চাকমাকে তার বাবা বলেছিলেন, লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি গভীর বনে যাবে না, সেখানে গেলে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না। কিন্তু সে কথা না শোনায় সৌরভ সাপের কামড়ে মৃত্যু বরণ করল।

ঘ সৌরভের বাবার উপদেশ যুক্তিসঙ্গত। বাস্তব জীবনে গুরুজনের আশীর্বাদ ও বিধি-নিষেধের গুরুত্ব রয়েছে।

শুক সন্তান বোধিসত্ত্ব শুক তার বাবার কথা না শোনার জন্য সমুদ্রে পড়ে প্রাণ হারালো। সে সমুদ্রের ঐ দ্বীপে এত বেশি আম খেল যে তার শরীর ভারী হয়ে গেল। তারপর বুড়ো মা-বাবাকে খাওয়ানোর জন্য সে ঠোঁটে একটি পাকা আম নিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। দীর্ঘপথ চলায় সে ক্লান্তিবোধ করছিল। আর তাঁর দু'চোখে ঘুম ঘুম ভাব। তাই হঠাৎ আমটি সমুদ্রে পড়ে গেল। ক্লান্তি ও ঘুমে সে চেনা পথ হারিয়ে ফেলল এবং এক সময় পানিতে পড়ে গেল আর বড় মাছ তাকে খেয়ে ফেলল।

যেমনটি হয়েছে সৌরভ চাকমার ক্ষেত্রে। সে তার বাবার কথা না শুনে প্রচুর কাঠ সংগ্রহের আশায় যখন গভীর বনে প্রবেশ করল তখন বিষধর সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাই সর্বোপরি আমরা বলতে পারি, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত বাবা-মায়ের কথা মেনে চলা।

পরিশেষে বলা যায়, শুক জাতকের উপদেশ হলো, গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়।

প্রশ্ন ▶২ পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। হঠাৎ বণিকের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব সুবর্ণ হংস হয়ে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর পূর্ব জন্মের পরিবারের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে একটি করে সোনার পালক বণিকের স্ত্রীর নিকট পৌঁছে দেন, বণিকের স্ত্রী তা বিক্রি করে সংসার চালাত। কিন্তু স্ত্রী ছিল লোভী। একসাথে সব পালক নিতে গিয়ে সুবর্ণ হংসকে মেরে ফেলল। তখন সে হায়! হায়! করতে লাগল।

ক. সুখ বিহারী জাতকের উপদেশ কী? ১
খ. জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বণিকের স্ত্রীর সাথে জাতকে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বণিকের স্ত্রীর শেষ পরিণতি জাতকের সেরিবা ফেরিওয়ালার সাথে সম্পৃক্ত"— এ কথাটির সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

শিখনফল-১ ও ২

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সুখবিহারী জাতকের উপদেশ হলো ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ।

খ জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক কারণ জাতক পাঠে সৎ গুণাবলি সম্পন্ন আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হয়। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে অতীত জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে উদ্বুদ্ধ করতেন।

গ বণিকের স্ত্রীর সাথে সেরিবাণিজ জাতকের সেরিবা ফেরিওয়ালার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সেরিবা ছিল খুবই লোভী। বোধিসত্ত্ব ঐ সেরিব নামক রাজ্যে সেরিবান নামে জন্মগ্রহণ করেন। একবার বোধিসত্ত্ব সেরিবান সেরিবাকে নিয়ে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গেল। অন্ধপুরে এক নাতনী ও তার ঠাকুরমার কাছে একটি সোনার থালা সেরিবার কাছে বিক্রি করতে চাইলে সেরিবা তাদের ঠকাতে চাইলো এবং বলল, এ থালার কোনো দাম নেই। সিকি পয়সায় নিলেও ঠকা হয়— এরূপ বলে অবহেলার ভান করে থালাটি ফেলে দিয়ে সে চলে যায়।

উদ্দীপকে বোধিসত্ত্ব পূর্বজন্মের পরিবারের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে তাঁর স্ত্রীকে সোনার পালক দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু তার স্ত্রী এতই লোভী ছিল যে সব পালকের আশায় সুবর্ণ হংসকে মেরে ফেলল।

ঘ বণিকের স্ত্রীর শেষ পরিণতি জাতকের সেরিবা ফেরিওয়ালার সাথে সম্পৃক্ত— এ কথাটির সাথে আমি সম্পূর্ণরূপে একমত।

বোধিসত্ত্ব সেরিবান যখন সোনার থালাটা নিয়ে বৃদ্ধাকে এক হাজার টাকা দিলেন, তার কিছুক্ষণ পরে লোভী সেরিবা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন থালার কথা। তখন বৃদ্ধা বললেন, আপনার মনিব বোধহয়, তিনি আমার থালাটা কিনেছেন। তখন সেরিবা দ্রুত নদীর ঘাটে গিয়ে দেখতে পেলেন মাঝি বোধিসত্ত্ব সেরিবানকে নিয়ে নৌকা পার হচ্ছেন। তখন সেরিবা চিৎকার করে নৌকা পাড়ে ভিড়াতে বললেও বোধিসত্ত্বের নিষেধ শুনে মাঝি নৌকা ভিড়ালেন না।

লক্ষ টাকার সোনার থালার শোকে হতাশা ও রাগে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্তবমি করে সে মারা গেল। বণিকের স্ত্রী একসাথে সব পালকের লোভে যখন সুবর্ণ হংসকে মেরে ফেলল তখন সে হায়! হায়! করতে লাগল। উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে তাই বলা যায়, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — সিলেবাস ও শিখনফলের আলোকে বাছাইকৃত

এখানে বিভিন্ন সালের এসএসসি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় যেসব শিখনফলের ওপর প্রশ্ন হয়ে থাকে সেগুলো সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বারবার অনুশীলন করো। তাহলে তুমি বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর লিখনে দক্ষ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ মা-বাবার একমাত্র সন্তান অরূপ। তিনি মা-বাবার প্রতি যত্নশীল। তিনি বেশি উপার্জনের আশায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হন। ফলে এক সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হন। অপরদিকে, সুন্দরপুর এলাকার চেয়ারম্যান সৎ ও শীলবান। তিনি এলাকার জনসাধারণের সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনায় দশটি উপদেশ প্রদান করেন।

ক. সেরিবা কে ছিলেন? ১

খ. তপস্বী রাজাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে অরূপের কর্মকাণ্ডে কোন জাতকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুন্দরপুর এলাকার চেয়ারম্যানের উপদেশগুলো কোন জাতকের প্রতিফলন? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উপদেশগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ শিখনফল-১ ও ২ *[ঢাকা বোর্ড ২০২৪]*

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সেরিবা ছিলেন সেরিব রাজ্যের লোভী ফেরিওয়ালা।

খ ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে বিভোর থাকায় তপস্বী রাজাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

সুখ বিহারী জাতকের তপস্বী আগে রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন, রাজসুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। তাই তপস্বী রাজাকে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

গ উদ্দীপকের অরূপের কর্মকাণ্ডে শুক জাতকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শুক পাখিরূপে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বারাণসীর ব্রহ্মদত্ত রাজার সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। শুক সন্তান একদিন বাবা মায়ের জন্য আম নিয়ে এলে বোধিসত্ত্ব শুক তা খেয়ে বুঝতে পারলেন এই আমগুলো সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা অত দূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের আর যেসব শুক ওই দ্বীপে যায় তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি কোনোদিন আর ঐ দ্বীপে যেও না। কিন্তু শুক সন্তান পিতামাতার কথা না শুনে ঐ দ্বীপে যেতেন এবং একদিন আসার পথে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলে মাছ তাকে খেয়ে ফেলল।

উদ্দীপকের অনুরূপ মা-বাবার একমাত্র সন্তান অরূপ। তিনি মা-বাবার প্রতি যত্নশীল। তিনি বেশি উপার্জনের আশায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হন। ফলে এক সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হন। সুতরাং অরূপের কর্মকাণ্ড শুক জাতকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সুন্দরপুর এলাকার চেয়ারম্যানের উপদেশগুলো জনসন্ধ জাতকের প্রতিফলন।

একদিন রাজা জনসন্ধ পূর্ণিমার পঞ্চদশীয় উপোসথ দিনে উপোসথ ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ভাবলেন, সমস্ত লোকের যাতে সুখ শান্তি মঙ্গল বর্ধিত হয়, যাতে তারা অপ্রমত্তভাবে চলে আমি তাদেরকে সেরূপ উপদেশ দেব। তিনি ভেরি বাজিয়ে অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করালেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নগরবাসীগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো: ১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করো। ২. যৌবনে ধন উপার্জন করো। ৩. কুটিলকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার করো। ৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না। ৫. মাতা-পিতার সেবায় অবহেলা করো না। ৬. গুরুর নিকট শিক্ষা করো, ৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সাধুসজ্জনকে সম্মান প্রদর্শন করো। ৮. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাক ৯. কৃপণতা পরিহার করে খাদ্যভোজ্য ও পানীয় দান করো। ১০. অন্য পুরুষ বা মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পর্দার লঙ্ঘন করো না। অপ্রমত্ত হও, দশবিধ কর্তব্য সম্পাদন করো। রাজার উপরিউক্ত দশটি উপদেশ পরবর্তীকালে দশরাজ ধর্ম বা দশবিধ কর্তব্য নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজা জনসন্ধের ন্যায় সুন্দরপুরের চেয়ারম্যান ও এলাকার জনসাধারণের সুখ, শান্তি ও মঙ্গল কামনায় দশটি উপদেশ প্রদান করেন। সুতরাং এই চেয়ারম্যানের উপদেশগুলো জনসন্ধ জাতকের প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶ ৪ অমিত মারমা একজন জনপ্রিয় প্রশাসক। তাঁর শাসন পরিচালনা নিয়ে এলাকাবাসী খুবই সন্তুষ্ট। এলাকার কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। এলাকার সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। অন্যদিকে সুমিত বুদ্ধ শাসনে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে ধার্মিক উপাসক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ধ্যানের মহিমায় অনাবিল সুখের অধিকারী হন। তিনি কারো আশ্রয় চান না। নিজের জন্য কিছু করার কথা ভাবেনও না।

ক. শুক জাতকের উপদেশ লেখো। ১

খ. সোনার থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব বুড়িকে কী বললেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অমিত মারমার কর্মকাণ্ডে কোন জাতকের কাহিনিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুমিতের অনুকরণীয় বিষয়টি মানব জীবনকে সুখী করতে সক্ষম— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ শিখনফল-১ ও ২ *[ঢাকা বোর্ড, কুমিল্লা বোর্ড, চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২০]*

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক শুক জাতকে উপদেশ হচ্ছে, 'গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়'।

খ সোনার থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব সেরিবান বুড়িকে বললেন, "মা এই থালাটি স্বর্ণের। এর দাম লক্ষ টাকা। আমার এত টাকা নেই।"

সেরিবাণিজ জাতকে বোধিসত্ত্ব একজন ফেরিওয়ালা ছিলেন। একজন বুড়ি তাকে একটি পুরাতন থালার বিনিময়ে কিছু পণ্য দিতে বলেন, বোধিসত্ত্ব থালাটি সোনার তৈরি বলে বুঝতে পারেন, তখন তিনি উল্লিখিত কথাগুলো বলেন।

গ অমিত মারমার সাথে জনসন্ধ জাতকের রাজা জনসন্ধের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের প্রথম ভাগ সূত্র পিটকের পঞ্চম অংশ খুদ্দক নিকায়ের অষ্টম গ্রন্থ জাতকের একটি কাহিনি হলো জনসন্ধ জাতক। এই জাতকে জনসন্ধ রূপী বোধিসত্ত্বের সুশাসনের পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যায় ৯